POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمۡ هُزُوٗا وَلَعِبٗا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَٱلۡكُفَّارَ أَوۡلِيَآءَۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খোলা-তামাসার বস্তু বানাইয়া লইয়াছে তাহাদিগকে এবং অন্যান্য কাফেরদিগকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর যদি তোমরা মো'মেন হও।

(আল মায়েদা: ৪১)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ نَحۡمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ ٱلۡكَرِيمِ وَعَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡمَسِيحِ ٱلۡمَوۡعُودِ

وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدۡرٖ وَأَنتُمۡ أَذِلَّةٞ

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

সংখ্যা 29

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

22 জুলাই, 2021 ● 11 যুল হাজ্জাহ 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

আধ্যাত্মিক ও দৈহিক পবিত্রতার গুরুত্ব

১৩৫১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী করীম (সা.) দুই কবরের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি বললেন- 'এদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, আর সেই শাস্তি কোন বড় পাপের কারণে দেওয়া হচ্ছে না। তিনি বললেন, তাদের মধ্যে একজন পরনিন্দা করে বেড়াত আর দ্বিতীয় জন প্রসাব (ছিটে) থেকে নিজেকে রক্ষা করত না। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন: এরপর তিনি একটি সবুজ ডাল নিয়ে দুই টুকরো করলেন এবং সেগুলিকে উভয় কবরে গেঁথে দিয়ে বললেন: আশা করি, যতক্ষণ এগুলি শুকিয়ে না যায়, তাদের শাস্তি লঘু করা হবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"আমরা, ফিরিশতা, খোদার কিতাব, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস, দোযখ ও বেহেশত, কবরের আযাব, তকদীর ও কিয়ামত দিবসের হিসেব নিকেশের উপর সত্য অন্তঃকরণে ঈমান আনি। আমরা এমন বিষয়াদির ব্যাখ্যা খোদার উপর ছেড়ে দিই। কেননা, মানুষের জন্য সমস্ত বিষয়ের উপর ঈমান আনা এবং এবং ব্যাখ্যার দায়িত্ব খোদার উপর ছেড়ে দেওয়াই সতর্কতার পথ।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩৪)

১৩৮১) হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.)বলেছেন: মানুষদের মধ্যে যে মুসলমানের তিন এমন সন্তান মারা যায়, যারা এখনও সাবালকত্ব অর্জন করে নি, আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যক্তিকে নিশ্চয় নিজ কৃপাগুণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যা তাদের সঙ্গে আছে।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল জানায়েয)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৮ই জুন, ২০২১

হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত জার্মানী, ২০১৪ (জুন)

বিভিন্ন গুণের পরাকাষ্ঠা আম্বিয়াগণের মাঝে ছিল, সেগুলিকে আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তায় একত্রিত করে দিয়েছেন। আর বিভিন্ন ঐশী গ্রন্থে যে সকল গুণের সৌন্দর্য ও ঔৎকর্ষ ছিল, সেগুলিকে কুরআন মজীদে সমাবিষ্ট করেছেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সব গুণাবলীর পরাকাষ্ঠা ছিল সেগুলিকে তিনি এই উম্মতের মধ্যে একত্রিত করেছেন। কাজেই খোদা তা'লা চান, আমরা যেন সব ঔৎকর্ষগুলিকে লালন করি

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আর্থিক কুরবানি কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

নবীদেরকে প্রেরণ করা, সব শেষে আঁ হযরত (সা.)-কে সমগ্র জগতের জন্য হিদায়াত স্বরূপ প্রেরণ করা এবং কুরআন অবতীর্ণ করার পেছনে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য কি ছিল? প্রত্যেক ব্যক্তি যখন কোন কাজ করে, তার সেই কাজের কোন উদ্দেশ্য থাকে। কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করা বা আঁ হযরত (সা.)-কে প্রেরণ করার পেছনে আল্লাহ্ তা'লার কোন উদ্দেশ্য নেই, এমনটি ধারণা করা চরম পর্যায়ের ধৃষ্টতা এবং ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক। কেননা এতে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি একটি অনর্থক কাজ আরোপিত হয়, আল্লাহ্ মার্জনা করুন। অথচ তিনি পবিত্র।- তিনি অতীব পবিত্র এবং অতীব উচ্চ তাঁর মর্যাদা।

অতএব স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদ অবতীর্ণ করেছেন এবং আঁ হযরত (সা.)কে আবির্ভূত করেছেন, কারণ তিনি পৃথিবীতে এক মহা আশীর্বাদের নিদর্শন প্রকাশ করতে চান। যেমনটি তিনি বলেছেন- مَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ অনুরূপভাবে কুরআন মজীদ প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন- هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ (আল বাকারা: ৩) এটি এমন এক মহান উদ্দেশ্য যার নজির পাওয়া যায় না। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'লা এমনটি চান, যেভাবে বিভিন্ন গুণের পরাকাষ্ঠা আম্বিয়াগণের মাঝে ছিল, সেগুলিকে আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তায় একত্রিত করে দিয়েছেন। আর বিভিন্ন ঐশী গ্রন্থে যে সকল গুণের সৌন্দর্য ও ঔৎকর্ষ ছিল, সেগুলিকে কুরআন মজীদে সমাবিষ্ট করেছেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সব গুণাবলীর পরাকাষ্ঠা ছিল সেগুলিকে তিনি এই উম্মতের মধ্যে একত্রিত করেছেন। কাজেই খোদা তা'লা চান, আমরা যেন সব ঔৎকর্ষগুলিকে লালন করি আর একথাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, যে পরাকাষ্ঠা তিনি আমাদেরকে প্রদান করতে চান, সেই অনুপাতে আমাদেরকে শক্তিও দান করেছেন।কেননা সেই অনুপাতে যদি শক্তি না দেওয়া হত, তবে সেই সব শ্রেষ্ঠত্ব আমরা কোনক্রমেই অর্জন করতে পারতাম না। এর দৃষ্টান্ত হল, কোন ব্যক্তি যদি এক দল ব্যক্তিকে খাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়, তবে সে নিশ্চয় তাদের অনুপাতে খাদ্য প্রস্তুত করবে এবং সেই অনুসারে তার ঘর থাকবে। সে এক হাজার বক্তিকে আমন্ত্রিত করলে তাদেরকে বসানোর জন্য কখনই ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘর বানাবে না, সে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সংখ্যার বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন থাকবে। অনুরূপভাবে খোদা তা'লার কিতাবও একটি আমন্ত্রণ, যেখানে সমগ্র পৃথিবী আহূত হয়েছে। এই আমন্ত্রণের জন্য খোদা তা'লা যে ঘর নির্মাণ করেছেন সেটি হল সেই সব কর্মক্ষমতা যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। কর্মক্ষমতা ছাড়া কোনও কাজই সম্ভব নয়। যদি গরু, কুকুর বা অন্য কোন জন্তুর সামনে কুরআন করীমের শিক্ষা উপস্থাপন করি তবে তা তাদের বোধগম্য হবে না। কেননা, তাদের মধ্যে সেই শক্তিই নেই যা কুরআন করীমের শিক্ষাকে সহন করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদরেকে সেই সব শক্তি প্রদান করেছেন আর আমরা এর থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারি।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১০-৩১১)

বাহাই ধর্মাবলম্বীরা প্রতিটি দেশে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম তৈরী করে। খৃষ্টানদেরও এই একই দশা। এর বিপরীতে ইসলামকে দেখ, শুরু থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা একই শিকড়ে প্রতিষ্ঠিত আছে, কম কিম্বা বেশি করার প্রয়োজন হয় নি। ইসলাম প্রথম থেকেই لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ঘোষণা করেছে, পরবর্তীতে কোন পরিবর্তন এর মধ্যে সংঘটিত হয় নি।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইব্রাহিমের ২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

শাজারাতিন তাইয়েবাতিন -এর বিপরীতে মিথ্যা ধর্ম সম্পর্কে যে কথা গুলি উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলি হল-

১) এর প্রতিকৃতি কুৎসিত হবে। ২) এর উপস্থাপিত শিক্ষায় উৎকৃষ্ট শিক্ষার পাশাপাশি ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার সংমিশ্রণ থাকবে।৩) এর উৎকৃষ্ট পরিণাম প্রকাশ পাবে না। অর্থাৎ এই পথ অবলম্বন করে এমন কোনও ব্যক্তির জন্ম হবে না যে খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। যেমন বাহাই ধর্ম, প্রায় নব্বই বছর হল এর আত্মপ্রকাশ করা। (অর্থাৎ বাব-এর দাবি থেকে আজকের দিন পর্যন্ত) কিন্তু একজন ব্যক্তিও এমন নেই যে দাবি করেছে, এই শিক্ষা অনুসরণ করার পরিণামে খোদা তা'লা তার সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু কিছু কাল পূর্বেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর অনুসারীদের মধ্য থেকে শত শত এমন ব্যক্তি দেখানো যেতে পারে যারা খোদা তা'লার

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৪ (জুন) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

১৩ জুন, ২০১৪

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

জামাতের বিষয়ে তাঁরা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং বেশ প্রভাবিত হয়েছেন। নামাযের সময় যে পরিবেশ তারা দেখেছেন তা থেকেও প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁদের দাবি, এমন পরিবেশ জীবনে প্রথম দেখছেন। এরপর সন্ধ্যায় হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন, 'আমি খৃষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গেও সাক্ষাত করে থাকি, কিন্তু আমার উপর তাঁদের কোন কথারই প্রভাব পড়ে না, এক কান দিয়ে শুনি আর অপর কান দিয়ে বের করে দিই। কিন্তু হুযুর আনোয়ারের কথাগুলি জ্যোতির ন্যায় আমার হৃদয়ে প্রবেশ করছে। তাঁর চেহারা থেকে একটি জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল যা আমার অন্তরে প্রবেশ করছিল।

সেদিনই রাত্রিতে তিনি নিজের ছেলেকে ফোন করে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনান যে কিভাবে জামাত আহমদীয়ার নেতা তাদেরকে সময় দিয়েছেন আর স্নেহ-ভালবাসা নিয়ে কথা বলেছেন, এমনকি উপহারও দিয়েছেন আর সব শেষে হাত ধরে ছবিও তুলেছেন। শনিবার দিন তাঁর স্ত্রী মহিলা জলসা গাহে যান যেখানে তিনি জলসা গাহের ব্যবস্থাপনা দেখে ভীষণ প্রভাবিত হন। যোহর ও আসরের নামাযও আহমদী মহিলাদের দেখে তাদের মত প্রথম নামায পড়েন।

তাঁর স্ত্রী বলেন, হুযুর আনোয়ারের ব্যক্তিত্বে তিনি ভীষণ প্রভাবিত হয়েছেন, সাক্ষাতের সময় তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। জামাত আহমদীয়ার বিশ্ব নেতাকে চোখের সামনে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে কথা বলে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। হুযুর আমাকে কলম উপহার দিয়েছেন। তিনি বলেন, এর আগে ইউটিউব এবং বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে হুযুর আনোয়ারের ভিডিও দেখেছিলেন কিন্তু এই প্রথম সাক্ষাত করার সৌভাগ্য হল।

তারা প্রদর্শনীও দেখেছেন। এর সঙ্গে তাদের প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হচ্ছিল আর জামাতের দুই জন মুবাল্লিগের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে তাদের বৈঠকও হয়েছে যেখানে তারা ইসলাম আহমদীয়াত সম্পর্কে বিশদে জেনেছেন। তিনি বলেন, শনি ও রবিবারের মাঝ রাতে প্রায় ২টার সময় নিজের হোটেলে, যেখানে তিনি অবস্থান করছিলেন, হুযুর আনোয়ারের নামায পড়ানোর কণ্ঠ শুনতে পান, যা শুনে তিনি ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। ঘুম থেকে জেগেও তাঁর কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলেন। তাই তিনি তিনি স্ত্রী ঘুম থেকে জাগিয়ে নিজের স্বপ্নের বিষয়ে বলেন। রবিবার সকালে তিনি জলসায় এসে বয়আত করার কথা জানান। এইভাবে তারা বয়আত করে জামাতে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

হাঙ্গেরীর প্রতিনিধি দলের এক সদস্য মি. ডেভিড বেঞ্জামিন সাহেব আইন নিয়ে পড়াশোনা করছেন। তিনি গত বছর ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

তিনি বলেন, হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করা তাঁর জন্য অনেক বড় সম্মানের বিষয় ছিল। সাক্ষাতকালে হুযুর আইনের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং জানতে চেয়েছেন যে কোন বিভাগে তিনি বিশেষজ্ঞ হবেন। এতে আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হই, একথা চিন্তা করে যে তিনি আইন সংক্রান্ত বিষয়ে কত বেশি জানেন। হুযুর আমাকে একটি কলম উপহার দিয়েছেন যা পেয়ে আমি ভীষণ আনন্দিত।

১৪ই জুন ছাত্রছাত্রীদের মাঝে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন- "এই জামাতে প্রবেশ করার পর জীবনে সর্বপ্রথম যে পরিবর্তন সাধন করা উচিত তা হল খোদার উপর সত্যিকার ঈমান আনা, কেননা তা প্রত্যেক বিপদে কাজে আসে। অতঃপর তাঁর নির্দেশাবলীকে যেন অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা না হয়, প্রতিটি নির্দেশকে সম্মান জানানো হয় এবং ব্যবহারিক অর্থে এই সম্মানের প্রমাণ দেওয়া হয়। যেমন- নামাযের আদেশ। যখন কেউ এই আদেশ শিরোধার্য করে নামায পড়ে, তখন অনেকে তাকে ঠাট্টা করে। কিন্তু, তাদের সমালোচনা এবং হাসি-ঠাট্টার কারণে সেই নির্দেশ পালনে বিরত হওয়া একজন মোমেনের জন্য আদৌ আবশ্যক নয়। "

তিনি আরও বলেন, স্মরণ রেখো! এই জামাতে প্রবেশ করার পেছনে যেন জাগতিক উদ্দেশ্য না থাকে, খোদা তা'লার সন্তুষ্টিই যেন এর উদ্দেশ্য হয়। পরকালের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া আবশ্যক। যে ব্যক্তি পরকালের চিন্তা করবে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে তার উপর কৃপা করবেন। যে বয়াতের ভিত্তি খোদা অন্বেষণ ও তাকওয়া, তার খাঁটি উদ্দেশ্যাবলীর সঙ্গে কখনই জাগতিক স্বার্থের সংমিশ্রণ করো না। নামাযের বিষয়ে নিয়মনিষ্ঠ হও, তওবা ও ইসতেগফারে রত হও, মানুষের অধিকার সমূহ রক্ষা কর, কাউকে কষ্ট দিও না, সততা এবং পবিত্রতায় উন্নতি কর- আল্লাহ্ তা'লা সকল প্রকারের কৃপা করবেন।" তিনি আরও বলেন, "স্মরণ রেখো! এমন যেন না হয়, তোমরা নিজেদের কর্মদোষে সমগ্র জামাতের সুনাম হানির কারণ হও। "

এরপর তিনি মহিলাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন- 'অভিযোগ-অনুযোগ ও কুৎসা করা থেকে বিরত থাকুন। বয়আতের মৌখিক অঙ্গীকারের কোন মূল্য নেই। আল্লাহ্ তা'লা অন্তরের পবিত্রতা চান।"

অন্যত্র তিনি বলেন, "বয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল তোমরা তওবা কর, ইসতেগফার কর, নামায ভালভাবে পড় এবং অবৈধ (বিষয়াদি) থেকে বিরত হও। আমি জামাতের জন্য দোয়া করতে থাকব, কিন্তু জামাতেরও উচিত, নিজেকেও পবিত্র করা। স্মরণ রেখো অবহেলায় করা পাপ ভুল করে করা পাপের থেকে গুরুতর। এই পাপ বিষাক্ত ও প্রাণঘাতী হয়ে থাকে। তওবা বা প্রায়শ্চিত্তকারী ব্যক্তির উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে কোনও পাপই করে নি। যে ব্যক্তি নিজের ক্রিয়াকাণ্ডের বিষয়ে অচেতন থাকে, তার অবস্থা ভয়াবহ। কাজেই উদাসীনতা ত্যাগ করা, পাপ থেকে প্রায়শ্চিত্ত করা এবং খোদা তা'লাকে ভয় করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করার মাধ্যমে নিজের সংশোধন করে ফেলবে অন্যদের বিরুদ্ধে তাদেরকে রক্ষা করা হবে। "

অতঃপর তিনি বলেন, 'কাজেই দোয়া সেই ব্যক্তিরই উপকারে আসতে পারে যে নিজেও আত্মসংশোধন করে এবং খোদা তা'লার সঙ্গে সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপন করে। পয়গম্বর যদি কারোর জন্য সুপারিশ করে, কিন্তু যার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে সে যদি নিজের সংশোধন না করে, উদাসীনতা জীবন থেকে বের না হয়, তবে সেই সুপারিশ কোনও উপকারে আসবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদা তা'লা স্বয়ং কৃপার আসনে আসীন হন, ততক্ষণ দোয়াও তার কাজে আসে না। বয়আত করেছ বলে কেবল বাহ্যিক উপায় উপকরণের উপর নির্ভর করে থেকো না। আল্লাহ্ তা'লা বাহ্যিক বয়আতকে পছন্দ করেন না। তিনি চান, যেভাবে বয়আতের সময় প্রায়শ্চিত্ত কর, সেই প্রায়শ্চিত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং প্রতি দিন নতুন করে মনোযোগ সৃষ্টি কর যা এর দৃঢ়তার কারণ হয়।" তিনি বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা আশ্রয় অন্বেষণকারীদের আশ্রয় দান করেন। যারা খোদার দিকে আসে তিনি তাদেরকে বিনষ্ট করেন না।"

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই কথাগুলিরই তিনি বারংবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। আমাদেরকে সেই মানে উপনীত হতে হলে তাঁর এই উপদেশগুলি শুনতে হবে। তিনি জামাতের মাঝে এই মানই দেখতে চেয়েছেন আর জামাতের একটি বিরাট অংশ মেয়েদের। পৃথিবীতে পুরুষ ও মহিলার লিঙ্গ অনুপাতে মেয়েদের দিকটি বেশি ভারি। আর এই অনুপাত জামাতেও আছে এবং থাকবে। কাজেই জামাতের উন্নতি সেই মানে ততদিন পৌঁছবে না যতদিন আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠরা সেই মান অর্জন না করে যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একজন আহমদীর জন্য নিম্নতম মান হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হুযুর আনোয়ারবলেন: কাজেই আমাদের মেয়েদেকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের সমীক্ষা করা দরকার। নিজেদের সংশোধনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। একথা সঠিক যে গৃহকর্তার চরিত্র যদি ভাল হয়, ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী হয় বা সেই সব বিষয়ের প্রতি মনোযোগি হয় যেগুলি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, সেক্ষেত্রে স্ত্রী ও সন্তানদের সংশোধন হয়ে যায়। কিন্তু পুরুষের মধ্যে যদি দুর্বলতা থাকে, তবে আমরা কেবল নিজেদেরকেই নষ্ট করব না, ভবিষ্যত প্রজন্মকেও ধ্বংস করব। তখন মহিলাদেরকে এর জন্য মাঠে নামতে হবে, নিজেদের সংসারের হাল ধরতে হবে। আঁ হযরত (সা.)ও বলেছেন, মহিলা হল পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক। সন্তানের লালন পালনের দায়িত্ব মহিলার উপর আর এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আল্লাহ্ তা'লা অকারণেই তো মায়েদেরকে পিতার তুলনায় তিন গুণ বেশি অধিকার প্রদান করেন নি, এর কারণ আছে। পিতার তুলনায় মাকে কেন তিনগুণ বেশি অধিকার দেওয়া হয়েছে? কেবল মা হলেই তো মহিলাদের পায়ের তলে জান্নাতের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে না, এরজন্য কিছু আবশ্য করণীয় আছে, কিছু বিশেষত্ব আছে, কিছু কর্তব্য আছে যেগুলি মায়ের দায়িত্বে রয়েছে। সেই দায়িত্ব গুলি পালনের পরই সেই মর্যাদা লাভ হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যে সমস্ত মেয়েরা যুবতীতে পরিণত হচ্ছে, যাদের বুদ্ধি ও চিন্তাধারা পরিণত অবস্থায় রয়েছে, তারাও ইনশাল্লাহ্ একদিন মা হবে, তাদেরকেও এখন থেকে চিন্তা করা দরকার যে তাদের মর্যাদা কি, তাদের উপর কি কি দায়িত্ব আসতে চলেছে। একদিকে যেমন তাদেরকে ভাগ্যবতী হওয়া এবং পুণ্যবান স্বামী পাওয়ার জন্য দোয়া করা উচিত, তেমনি তাদেরকে সেই সব দায়িত্বাবলী পালনের জন্য এখন

(এরপর ৯ পাতায়..)

জুমআর খুতবা

হযরত উমর (রা.) সেই মর্যাদাবান ও প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন যাঁর ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল।

[আল মুসলেহ মওউদ (রা.)]

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

"হযরত উমর (রা.) যখন মিম্বরে দণ্ডায়মান হন তখন তাঁর প্রথম বাক্য ছিল, *'আল্লাহুম্মা ইন্নি শাদিদুন ফালাইয়্যেনি ওয়া ইন্নি যাঈফুন ফাকাওয়িনি ওয়া ইন্নি বাখিলুন ফাসাখ্খিনি।'* তথা হে আল্লাহ্! আমি কঠোর স্বভাবের মানুষ, আমাকে কোমলচিত্ত বানিয়ে দাও, আমি দুর্বল, তুমি আমাকে শক্তিশালী বানিয়ে দাও আর আমি কৃপণ, তুমি আমাকে উদার বানিয়ে দাও।"

হযরত উমর (রা.)'র ক্রোধের বিষয়ে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তো আপনি খুব রাগী স্বভাবের ছিলেন। হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, রাগ এখনও তা-ই আছে। কিন্তু পূর্বে তা অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রকাশ পেত কিন্তু এখন তা সঠিক জায়গায় প্রকাশ পায়, যথাস্থানে ক্রোধ প্রদর্শিত হয়'। [হযরত মুসীহ মওউদ (আ.)]

সাতজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করা হয় ও জানাযা গায়েব পড়ানো হয়, তারা হলেন- মাননীয়া সোহেলা মাহবুব সাহেবা (মরহুম দরবেশ ফয়েজ আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী), মাননীয় রাজা খুরশিদ আহমদ মুনীর সাহেব মুরুব্বী সিলসিলা, মাননীয় যামীর আহমদ নাদীম সাহেব মুরুব্বী সিলসিলা, মাননীয় ঈসা মোয়াকি তালিমা সাহেব (ন্যাশনাল নায়েব আমির, তানজানিয়া), মাননীয় শেখ মুবাশ্বির আহমদ সাহেব (কাদিয়ানের নাযামাত তামিরাতের সুপারভাইজার), মাননীয় সাইফ আলি সাহেব (সিডনি, অস্ট্রেলিয়া), এবং মাননীয় মাসুদ আহমদ হায়াত।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ১৮ জুন, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (১৮ এহসান, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজকাল হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছে। হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কে ডেকে বলেন, আমাকে উমর সম্পর্কে (কিছু) বল? তখন তিনি অর্থাৎ হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূলের খলীফা! আল্লাহ্‌র কসম! তাঁর স্বভাবে যে কিছুটা কঠোরতা রয়েছে তা বাদ দিলে হযরত উমর (সম্পর্কে) আপনার যে মতামত রয়েছে (তিনি) তার চেয়েও উত্তম। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, (তাঁর স্বভাবে) কঠোরতা থাকার কারণ হল, তিনি আমার মাঝে নম্রতা দেখেন। নেতৃত্বের দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে অর্পিত হলে এমন অনেক বিষয় যা তাঁর মাঝে রয়েছে, তিনি তা পরিত্যাগ করবেন, কেননা আমি তাঁকে দেখেছি, আমি কারো প্রতি কঠোর হলে তিনি আমাকে সেই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন আর আমি যখন কারো প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করি বা কোমল ব্যবহার করি তখন তিনি আমাকে তার প্রতি কঠোর হওয়ার কথা বলেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.)-কে ডাকেন এবং তাঁর কাছে হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। হযরত উসমান (রা.) বলেন, তাঁর ভেতর তাঁর বাহির থেকেও উত্তম আর আমাদের মাঝে তাঁর মতো কেউ নেই। তখন হযরত আবু বকর (রা.) উভয় সাথীকে বলেন, আমি তোমাদের উভয়কে যা বলেছি এর উল্লেখ অন্য কারো কাছে করবে না। আমি যদি উমরকে বাদ দিই তাহলে উসমানের চেয়ে আগে যাবো না অর্থাৎ, (তাঁরা) উভয়ে তাঁর দৃষ্টিতে এমন মানুষ ছিলেন যারা খিলাফতের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনকারী ছিলেন, আর তাঁদের এই অধিকার থাকবে যে, তাঁরা তোমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের দায়িত্ব পালনের) বিষয়ে কোন ঘাটতি না রাখার মর্যাদায় থাকবে। এখন আমার আকাঙ্ক্ষা হল, তোমাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া আর তোমাদের অতীত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া। হযরত আবু বকর (রা.)'র (অন্তিম) অসুস্থতার দিনগুলোতে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে আসেন এবং তাঁকে বলেন, আপনি হযরত উমর (রা.)-কে মানুষের খলীফা নিযুক্ত করেছেন, অথচ আপনি দেখছেন, তিনি আপনার উপস্থিতিতেই মানুষের সাথে কীরূপ ব্যবহার করেন, আর তখন কী অবস্থা হবে যখন তিনিই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হবেন? আর আপনি আপনার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং (তিনি) আপনার কাছে প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমাকে বসাও। তখন তাঁকে ধরে বসালে তিনি (রা.) বলেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহ্‌র ভয় দেখাচ্ছ? আমার প্রভুর সাক্ষাতে তিনি আমাকে প্রশ্ন করলে আমি উত্তরে বলব, আমি তোমার বান্দাদের মধ্য হতে সর্বোত্তম (ব্যক্তিকে) তোমার বান্দাদের জন্য খলীফা নিযুক্ত করেছি। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে ওসীয়্যত লিখিয়ে দেওয়ার জন্য হযরত উসমান (রা.)-কে একান্তে ডাকেন। এরপর বলেন, লেখ, বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। এটি মুসলমানদের নামে আবু বকর বিন আবু কাহাফার ওসীয়্যত। এটুকু বলার পর তিনি (রা.) অচেতন হয়ে পড়েন এবং হযরত উসমান (রা.) নিজের পক্ষ থেকে লিখেন, আমি তোমাদের জন্য উমর বিন খাত্তাবকে খলীফা নিযুক্ত করেছি আর আমি তোমাদের বিষয়ে কল্যাণ কামনায় কোনরূপ কার্পণ্য করি নি। হযরত আবু বকর (রা.) চেতনা ফিরে পাওয়ার পর জিজ্ঞেস করেন, কি লিখেছ আমাকে পড়ে শোনাও? হযরত উসমান (রা.) পড়ে শোনালে আবু বকর (রা.) বলেন, 'আল্লাহু আকবর' আমার মনে হয় তুমি শংকিত ছিলে যে, আমি যদি এই অচেতন অবস্থায় মারা যাই তাহলে মানুষের মাঝে আবার মতভেদ না দেখা দেয়! হযরত উসমান (রা.) বলেন, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তোমাকে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করুন।

(আল কামিলু ফিততারিখ লি ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭২-২৭৩)

অর্থাৎ, হযরত উসমান (রা.) নিজের পক্ষ থেকে হযরত উমর (রা.)'র খলীফা হওয়া সংক্রান্ত এই যে বাক্য লিখেছিলেন- এ সম্পর্কে আবু বকর (রা.) কোন আপত্তি করেন নি। তাবারির ইতিহাসে লিখিত আছে, মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম বিন হারেস বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে নির্জনে ডাকেন এবং বলেন, লেখ, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'। এই অঙ্গীকারনামা আবু বকর বিন আবু কাহাফার পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হযরত আবু বকর (রা.) জ্ঞান হারান, তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এরপর, হযরত আবু বকর (রা.) জ্ঞান ফিরে পান আর পূর্বে বর্ণিত কথাগুলো হয়। তিনি হযরত উসমান (রা.)-কে পড়ে শোনানোর জন্য বলেন, তা শুনে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) 'আল্লাহু আকবর' বলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি যে এই বাক্যটি লিখেছ আল্লাহ্ তোমাকে ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে এর জন্য উত্তম প্রতিদান দিন। হযরত আবু বকর (রা.) উক্ত লেখা সেভাবেই রাখেন, কোন পরিবর্তন করেন নি।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৩)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে বলেন খলীফা হিসেবে কারো নাম আমার কাছে প্রস্তাব কর। খোদার কসম! আমার দৃষ্টিতে তুমি পরামর্শ দেওয়ার যোগ্য। তিনি হযরত উমর (রা.) (এর নাম) বলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, লেখ। তখন তিনি লেখা আরম্ভ করেন, নাম পর্যন্ত পৌঁছলে হযরত আবু বকর (রা.) অজ্ঞান হয়ে যান। এরপর যখন হযরত আবু বকর (রা.) চেতনা ফিরে পান তখন তিনি বলেন, লেখ উমর।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র ওসীয়্যত লিপিবদ্ধ করছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) অচেতন হয়ে পড়েন। হযরত উসমান (রা.) হযরত উমর (রা.)'র নাম লিখে দেন। হযরত আবু বকর(রা.) যখন চেতনা ফিরে পান তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কী লিখেছ? তিনি বলেন, আমি লিখেছি, উমর। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তোমাকে যা বলতে চেয়েছিলাম তুমি তা-ই লিখেছ। তুমি যদি নিজের নামও লিখে দিতে, তাহলে তুমিও এর যোগ্য ছিলে।

(সীরাত উমর ইবনে খাত্তাব, প্রণেতা ইবনে জুযি, পৃ: ৪৪-৪৫)

একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন অসুস্থ হন তখন তিনি হযরত আলী (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.) আর মুহাজির ও আনসারদের কতিপয় ব্যক্তির কাছে বার্তা প্রেরণ করেন এবং বলেন, এখন সময় এসে গেছে যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ; অথচ তোমাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কেউ দণ্ডায়মান হয় নি। তোমরা যদি চাও তাহলে নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে নির্বাচিত করে নাও। অথবা তোমরা চাইলে আমি তোমাদের জন্য মনোনীত করতে পারি। তারা নিবেদন করেন, বরং আপনি আমাদের জন্য মনোনীত করুন। তিনি হযরত উসমান (রা.)-কে বলেন, লেখ, এটি সেই অন্তিম ওসীয়্যত যা আবু বকর বিন আবু কাহাফা এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় করেছেন আর প্রথম প্রত্যয়ন যা পরজগতে প্রবেশের সময় করেছে, যেখানে পাপাচারী তওবা করবে, কাফির ঈমান আনবে এবং মিথ্যাবাদী সত্যায়ন করবে। সেই অঙ্গীকার হল, তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। আর আমি খলীফা নিযুক্ত করছি, এরপর হযরত আবু বকর (রা.) চেতনা হারান, তখন হযরত উসমান (রা.) নিজে থেকেই উমর বিন খাত্তাব (রা.) (এর নাম) লিখে দেন। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি কিছু লিখেছ কি? তখন তিনি বলেন, জ্বী হ্যাঁ, আমি লিখেছি উমর বিন খাত্তাব। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমার প্রতি কৃপা করুন। তুমি যদি নিজের নামও লিখে দিতে তাহলে তুমিও তার যোগ্য ছিলে। অতএব তুমি লেখ, আমি আমার পর উমর বিন খাত্তাবকে তোমাদের খলীফা নিযুক্ত করছি। আর আমি তোমাদের জন্য তাঁকে মনোনীত করে সন্তুষ্ট।

(সহীহ তারিখুত তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৬)

ওসীয়্যতনামা লেখা সমাপ্ত হলে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এটি মানুষকে পড়ে শোনানো হোক। এরপর হযরত উসমান (রা.) মানুষকে একত্রিত করেন আর তিনি তাঁর মুক্ত ক্রীতদাসের হাতে উক্ত পত্র প্রেরণ করেন। তখন হযরত উমর (রা.)ও তাঁর সাথে ছিলেন। হযরত উমর (রা.) মানুষকে বলতেন, চুপ হয়ে যাও আর আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর খলীফার কথা শোন, কেননা তিনি তোমাদের কল্যাণ কামনায় ত্রুটি করেন নি। তখন মানুষ শান্তভাবে বসে পড়ে আর তাদের সামনে ওসীয়্যতনামা পাঠ করা হয়। তারা তা শুনে এবং আনুগত্য করে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) মানুষের প্রতি মনোযোগী হন এবং বলেন, তোমরা কি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট যাঁকে আমি তোমাদের জন্য খলীফা নিযুক্ত করেছি? কেননা আমি কোন আত্মীয়কে তোমাদের খলীফা নিযুক্ত করি নি। আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য উমর (রা.)-কে খলীফা নিযুক্ত করেছি। অতএব, তোমরা তাঁর কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে। আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় আমি এই বিষয়ে কম চিন্তাভাবনা করি নি। উত্তরে মানুষ বলে, আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে ডাকেন এবং বলেন, আমি তোমাকে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের জন্য খলীফা নিযুক্ত করেছি। তারপর তিনি হযরত উমর (রা.)-কে আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন করার উপদেশ দেন। অতঃপর তিনি বলেন, হে উমর! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কিছু প্রাপ্য রয়েছে যা রাতের অন্ধকারে প্রদান করতে হয়, যা তিনি দিনের বেলা গ্রহণ করেন না। অপরদিকে কিছু অধিকার রয়েছে দিনের, যা তিনি রাতে কবুল করেন না। আর নিশ্চয় তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) ততক্ষণ পর্যন্ত নফল ইবাদত কবুল করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আবশ্যিক ইবাদত পূর্ণ না হয়। হে উমর! তুমি কি দেখ না যে, তাদেরই পাল্লা ভারী যাদের সত্যের অনুসরণ এবং পাল্লা ভারী হওয়ার কল্যাণে কিয়ামতের দিনও তাদের পাল্লা ভারী হবে। অর্থাৎ যারা সত্যের অনুসরণ করবে কিয়ামতের দিন তাদেরই পাল্লা ভারী হবে। পুনরায় তিনি (রা.) বলেন, আর দাঁড়িপাল্লার ক্ষেত্রে সত্য কথা হল, আগামীকাল এতে সেই জিনিসই রাখা হবে যা ভারী হবে। হে উমর! তুমি কি দেখ না, তাদেরই পাল্লা হালকা যাদের পাল্লা কিয়ামত দিবসে হালকা হবে- তাদের মিথ্যার অনুসরণ আর তাদের হালকা হওয়ার কারণে। অর্থাৎ তারা সত্যের অনুসরণ করছিল না আর পুণ্যকর্মও করছিল না। এর ফলে কিয়ামতের দিনও তাদের পাল্লা হালকা হবে। আর পাল্লার জন্য সত্য কথা হল, যখনই এতে মিথ্যাকে রাখা হবে তা ওজনে হালকাই হবে। হে উমর! তুমি কি দেখ না, কোমলতা সংক্রান্ত আয়াত কঠোরতার আয়াতের সাথে অবতীর্ণ হয়েছে আর কঠোরতার আয়াত কোমলতা সংক্রান্ত আয়াতের সাথে, যাতে মু'মিনের মাঝে অনুরাগের পাশাপাশি ভয়ও থাকে। একদিকে তার মাঝে পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ থাকবে আর অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'লার ভয়ও থাকবে। সে যেন এমন কোন বাসনা লালন না করে যার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং নিজের কোনও কৃতকর্মের বিষয়ে সে যেন ভীত না হয়। হে উমর! তুমি কি দেখ না, জাহান্নামীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা শুধুমাত্র তাদের অপকর্মের কারণে স্মরণ করেছেন। অতএব, যখনই তুমি তাদের কথা উল্লেখ করবে তখন বল, নিশ্চয় আমি আশা করি, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতীদের কথা শুধুমাত্র তাদের সৎকর্মের কারণে বলেছেন, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব, তুমি যখন তাদের কথা উল্লেখ করবে, তখন বল, আমার কর্ম কি তাদের কর্মের মতো?

(আল কামিলু ফিততারিখ লি ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭৩-২৭৪)

অর্থাৎ নিজের হৃদয়কে প্রশ্ন কর।

হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন তিনি বলেন, আমার কাছে মুসলমানদের যে সম্পদ রয়েছে তা ফিরিয়ে দাও। আমি সেই সম্পদ থেকে কিছুই নিতে চাই না। আমার জমি, যা অমুক অমুক জায়গায় রয়েছে তা মুসলমানদের জন্য আর তা সেসব সম্পদের বিনিময়ে যা আমি খরচ হিসেবে বায়তুল মাল থেকে নিয়েছিলাম। এসব জমি, উষ্ট্রী, তরবারিতে শানদানকারী, ক্রীতদাস এবং চাদর, যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম, হযরত উমর (রা.)-কে দিয়ে দেওয়া হয়। হযরত উমর (রা.) এসব জিনিস দেখে বলেন, ইনি অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর পরবর্তীজনকে কঠিন পরীক্ষার মুখে ঠেলে দিয়েছেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.)-কে কেউ জিজ্ঞেস করেন, মুসলমান হওয়ার পর আপনার প্রকৃতিতে সেই কঠোরতা অবশিষ্ট নেই যা অজ্ঞতার যুগে ছিল। তখন হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, কঠোরতা তো এখনও আগের মতোই আছে, কিন্তু এখন তা কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত হয়।

(হাকায়েকুল ফুরকান, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৬ থেকে চয়নকৃত)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)-কে মানুষ বলেছিল, আপনি আপনার পরে হযরত উমর (রা.)-কে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, কেননা তিনি অনেক রাগী মানুষ। তিনি (রা.) বলেন, তাঁর ক্রোধ ততক্ষণই প্রকাশ পায় যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কোমল। আর আমি যখন থাকব না তখন তিনি নিজেই কোমল হয়ে যাবেন।"

(আনোয়ারে খিলাফত, আনোয়ারুল উলুম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বলেন,

"হযরত উমর (রা.)'র ক্রোধের বিষয়ে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তো আপনি খুব রাগী স্বভাবের ছিলেন। হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, রাগ এখনও তা-ই আছে। কিন্তু পূর্বে তা অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রকাশ পেত কিন্তু এখন তা সঠিক জায়গায় প্রকাশ পায়, যথাস্থানে ক্রোধ প্রদর্শিত হয়'।"

(আহমদী অউর গায়ের আহমদীয়োঁ মেঁ ফরক, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৪৮৭)

জামে' বিন শিদ্দাদ তার কোন নিকটাত্মীয়ের বরাতে বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, "হে খোদা! আমি দুর্বল, আমাকে শক্তিশালী বানিয়ে দাও, আমি কঠোর স্বভাবের, আমাকে কোমলচিত্ত বানিয়ে দাও, আমি কৃপণ, আমাকে উদার বানিয়ে দাও।"

হযরত উমর (রা.) খলীফা মনোনীত হওয়ার পর প্রথম যে বক্তৃতা করেছিলেন সে বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। একটি রেওয়ায়েত হল, হুমায়েদ বিন হেলাল বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)'র মৃত্যুর সময় উপস্থিত এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, "হযরত উমর (রা.) যখন হযরত আবু বকর (রা.)'র দাফনকার্য সমাপ্ত করার পর নিজ হাত থেকে কবরের মাটি ঝেড়ে ফেলেন এরপর নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে বলেন, 'নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে আমার মাধ্যমে এবং আমাকে তোমাদের মাধ্যমে পরীক্ষা করছেন। আর তিনি আমার উভয় সাথীর প্রস্থানের পর আমাকে তোমাদের মাঝে জীবিত রেখেছেন। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের যে বিষয়ই আমার সম্মুখে উপস্থাপিত হবে, আমি ছাড়া কেউ তা দেখাশোনা করবে না আর যে বিষয়

আমার নাগালের বাইরে থাকবে তার দেখাশোনার জন্য আমি শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত লোকদেরকে নিযুক্ত করব অর্থাৎ এমন লোকদেরকে নিযুক্ত করা হবে যারা তোমাদের তত্ত্বাবধান করবে এবং উক্ত বিষয়সমূহ দেখবে। মানুষ যদি ভালো ব্যবহার করে, আমিও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব আর যদি তারা অন্যায় করে, তাহলে আমি তাদেরকে শাস্তি দিব'।"

হাসান বলেন, "আমাদের ধারণা হল, হযরত উমর (রা.) সর্ব প্র থম যে খুতবা দিয়েছেন তা হল, তিনি প্রথমে খোদার গুণকীর্তন করেন, এরপর বলেন: 'আমাকে তোমাদের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে আর তোমাদেরকে আমার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে। আর আমার উভয় সাথীর বিদায়ের পর আমাকে তোমাদের মাঝে জীবিত রাখা হয়েছে। অতএব, যে বিষয়ই আমাদের সামনে আসবে, আমরা সেটি দেখাশোনা করব আর যে বিষয় আমাদের নাগালের বাইরে থাকবে সে বিষয়ের জন্য শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করব আর যে ভালোকাজ করবে আমরা তাকে পুরস্কৃত করব আর যে অপকর্ম করবে আমরা তাকে শাস্তি দিব। আল্লাহ্ আমাদেরকেও ক্ষমা করুন এবং তোমদেরকেও (ক্ষমা করুন)'।"

জামে' বিন শিদ্দাদ তার পিতার বরাতে বলেন, "হযরত উমর (রা.) যখন মিম্বরে দণ্ডায়মান হন তখন তাঁর প্রথম বাক্য ছিল, *'আল্লাহুম্মা ইন্নি শাদিদুন ফালাইয়োনি ওয়া ইন্নি যাঈফুন ফাকাওয়িনি ওয়া ইন্নি বাখিলুন ফাসাখ্খিনি।'* তথা হে আল্লাহ্! আমি কঠোর স্বভাবের মানুষ, আমাকে কোমলচিত্ত বানিয়ে দাও, আমি দুর্বল, তুমি আমাকে শক্তিশালী বানিয়ে দাও আর আমি কৃপণ, তুমি আমাকে উদার বানিয়ে দাও।"

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৮)

জামে' বিন শিদ্দাদ তার পিতার বরাতে বলেন, "হযরত উমর (রা.) যখন খলীফা মনোনীত হন, তিনি মিম্বরে আরোহণ করে বলেন, 'আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। সেগুলো শুনে তোমরা আমীন বলবে।' এটিই ছিল তাঁর প্রথম কথা যা খলীফা মনোনীত হওয়ার পর তিনি বলেছিলেন।" হুসাঈন মুরী বর্ণনা করেন, "হযরত উমর (রা.) বলেন, 'আরবদের দৃষ্টান্ত নাকে রশি পরানো উটের ন্যায় যে নিজ নেতার পেছনে চলে, তাকে অনুসরণ করে। অতএব, নেতার দেখা উচিত যে, সে উটকে কোন দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার যতটুকু সম্পর্ক আছে, কা'বার প্রভুর শপথ! আমি তাদেরকে সুনিশ্চিতভাবে সঠিক পথে পরিচালিত করব'।" (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৫) প্রথম বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'তোমরা আমীন বলবে' কিন্তু এর বিস্তারিত বিবরণ নেই। বা নাকে 'রশি পরানো উটের উপমা বিষয়ক যে রেওয়ায়েত' শোনালাম সেটিই বিস্তারিত বিবরণ।

যাহোক, হযরত উমর (রা.) খলীফা মনোনীত হওয়ার পর তৃতীয় দিন এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি হল, হযরত উমর (রা.) যখন জানতে পারেন যে, মানুষ তাঁর ভয়ে ভীত। তখন তাঁর নির্দেশে মানুষজনের মাঝে উচ্চস্বরে 'আসসালাতুল জামেয়া 'অর্থাৎ 'নামায শুরু হতে যাচ্ছে ধ্বনি দেওয়া হয়, ফলে লোকজন সব উপস্থিত হয়। তিনি তখন মিম্বরের সেই স্থানে গিয়ে বসেন যেখানে হযরত আবু বকর (রা.) পা রাখতেন। যখন সবাই সমবেত হয়, তখন তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং যথাযথ বাক্যাবলীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করেন। এরপর তিনি (রা.) বলেন, আমি জানতে পেরেছি, মানুষজন আমার রাগী স্বভাবের কারণে ভয় পাচ্ছে এবং তারা আমার উগ্র প্রকৃতি নিয়ে ত্রস্ত। আর তারা বলছে, 'উমর তখনও আমাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করতেন যখন মহানবী (সা.) আমাদের মাঝে জীবিত ছিলেন; আর তখনও আমাদের প্রতি কঠোরতা করতেন যখন তিনি জীবিত নন, বরং আবু বকর (রা.) আমাদের শাসক ছিলেন। এখন যখন পুরো কর্তৃত্বই তার হাতে; এখন না জানি কী অবস্থা হয়!' যে এমনটা বলেছে, সে ঠিকই বলেছে। নিঃসন্দেহে আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম এবং তাঁর দাস ও সেবক ছিলাম। তিনি (সা.) এমন মানুষ ছিলেন যে, কেউই নম্রতা ও দয়ার্দ্রচিত্ততার ক্ষেত্রে তাঁর সমতুল্য হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) এ অভিধায় ভূষিত করেছেন এবং তাঁকে নিজের নামসমূহের মধ্য থেকে রউফ ও রহীম- এ দু'টো নামে অভিহিত করেছেন। আর আমি একটি নগ্ন তরবারি ছিলাম যেন মহানবী (সা.) চাইলে আমাকে খাপে ভরে নিতে পারতেন, অথবা আমাকে ছেড়ে দিলে আমি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলার বৈশিষ্ট্য রাখতাম। এভাবেই চলছিল, আর আমার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন; আর আমি আল্লাহ্র দরবারে কৃতজ্ঞতা জানাই যে, আমি এ দৃষ্টিকোণ থেকে সৌভাগ্যবান ছিলাম। এরপর আবু বকর (রা.) জনগণের শাসক হন, আর তিনি এমন মানুষ ছিলেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউই তঁ ার চিত্তের নম্রতা, দয়া ও কোমল প্রকৃতির কথা অস্বীকার করবে না। আর আমি তাঁর সেবক ও সহকারী ছিলাম; আমি তাঁর নম্রতার সাথে নিজের কঠোরতাকে সম্পৃক্ত করে নগ্ন তরবারি হয়ে যেতাম ও তাঁর হাতে থাকতাম। তিনি চাইলে আমাকে খাপে ভরে নিতে পারতেন, অথবা চাইলে আমাকে ছেড়ে দিতে পারতেন যেন আমি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলি। আর আমি এভাবেই তাঁকে সঙ্গ দিই, এক পর্যায়ে মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এমন অবস্থায় মৃত্যু দেন যে, তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যে, আমি এ দৃষ্টিকোণ থেকে সৌভাগ্যবান ছিলাম।

হে লোকসকল! এরপর আমি তোমাদের কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছি; তোমরা নিশ্চিত থাকতে পার যে, সেই রাগ এখন প্রশমিত করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার ও নীপিড়নকারীদের প্রতি প্রদর্শিত হবে। [তোমাদের প্রতি কোমল কিন্তু শত্রুদের প্রতি কঠোরতা প্রকাশ পাবে।] বাকি রইল যারা পুণ্য-স্বভাববিশিষ্ট, ধার্মিক ও সৎকর্মশীল; তারা একে অপরের প্রতি যতটা নম্রতা প্রদর্শন করে, আমি তার চেয়েও বেশি তাদের প্রতি নম্র থাকব। আর যাকেই আমি অন্যের প্রতি অত্যাচারী ও হস্তক্ষেপকারী পাব, তার এক গালে পা রেখে অন্য গাল আমি মাটিতে চেপে ধরব, যতক্ষণ না সে সত্য ও ন্যায় ভালোভাবে বুঝতে পারে; [অর্থাৎ খুবই কঠোর আচরণ করব।] হে জনগণ! আমার কাছে তোমাদের অনেকগুলো প্রাপ্য অধিকার রয়েছে, যেগুলো আমি উল্লেখ করে দিচ্ছি; তোমরা সেগুলোর জন্য আমাকে পাকড়াও করতে পার। আমার প্রতি তোমাদের এই প্রাপ্য অধিকার রয়েছে যে,তোমাদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য যে সম্পদ রয়েছে, কিংবা আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে যা তোমাদের জন্য পাঠিয়েছেন- তাথেকে কিছু যেন আমি লুকিয়ে না রাখি; কেবলমাত্র তা ব্যতীত যা আল্লাহ্ তা'লার কাজের জন্য রেখে দিই। আমার কাছে তোমাদের অধিকার হল, সেই সম্পদ যেন যথাস্থানে ব্যয় করা হয়। আর আমার কাছে তোমাদের প্রাপ্য হল, আমি যেন তোমাদের বেতন-ভাতা প্রভৃতি তোমাদেরকে প্রদান করি। আমার ওপর তোমাদের অধিকার হল, আমি যেন তোমাদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে না দিই; আর যখন তোমরা মুসলিম-বাহিনীর অংশ হয়ে বাড়ির বাইরে থাক, তখন যেন আমি তোমাদের সন্তানদের পিতার দায়িত্ব আমি পালন করি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তাদের কাছে ফিরে আস। আমি তোমাদেরকে আমার এই কথাগুলো বলছি আর একইসাথে আমি আল্লাহ্র কাছে নিজের ও তোমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।

(ইযালাতুল খাফা আনিল খিলাফাতুল খোলাফা, অনুবাদ শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২২৬-২২৮)

হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,মুসলমানদের দৃষ্টিপটে সর্বদা এই আয়াত تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا থাকতো- অর্থাৎ যারা শাসন করার জন্য উপযুক্ত, যারা নিজেদের মাঝে সাংগঠনিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা রাখে- তাদের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ কর। এরপর যখন দায়িত্ব ভাররূপী এই আমানত কিছু লোকের ওপর ন্যস্ত হত, তখন শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে দায়িত্বভার পালন করার বিষয়টি সর্বদা তাদের দৃষ্টিপটে থাকত। যদি তোমরা ন্যায়পরায়ণতাকে অবজ্ঞা কর, যদি তোমরা সততাকে দৃষ্টিপটে না রাখ আর বিশ্বাসঘাতকতা কর, তবে খোদা তোমাদের কাছ থেকে হিসাব নিবেন এবং তোমাদেরকে এই অপরাধের শাস্তি দিবেন। এটিই সেই বিষয় ছিল যার প্রভাব হযরত উমর (রা.)'র চরিত্র ও প্রকৃতিতে এত গভীর ও সুস্পষ্ট ছিল যে, তা দেখে মানুষের শরীর শিউরে ওঠে। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতির জন্য এতটাই ত্যাগ স্বীকার করেছেন যে, ইউরোপিয়ান লেখকরা, যারা দিনরাত মহানবী (সা.)-এর প্রতি আপত্তি উত্থাপন করতে থাকে এবং নিজেদের বইপুস্তকে ধৃষ্টতার সাথে এই মর্মে মহানবী (সা.) এর উপর অভিযোগ আরোপ করেছে যে, নাউযুবিল্লাহ্, তিনি সততার সাথে কাজ করেন নি- তারাও হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)'র কথা উল্লেখ করতে গিয়ে একথা স্বীকার না করে পারে না যে, তারা যে পরিমাণ পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে কাজ করেছেন তার দৃষ্টান্ত অন্য কোন শাসকের মাঝে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে তারা হযরত উমর (রা.)'র কাজের সীমাহীন প্রশংসা করে; তারা বলে, ইনিই সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি দিনরাত পূর্ণ নিমগ্নতার সাথে ইসলামী আইনের প্রসার এবং মুসলামানদের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে গিয়েছেন। কিন্তু এত কিছুর পরও তাঁর নিজের ব্যক্তিগত সচেতনতার চিত্র দেখুন- অগণিত সেবা, সহস্র কুরবানি ও অগণিত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার পরও তাঁর দৃষ্টিপটে এই আয়াতগুলিই ছিল যে, إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا এবং সাথে وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ অর্থাৎ যখন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তোমাকে কোন দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তোমার দেশের মানুষ ও নিজ ভাইয়েরা শাসক হিসেবে তোমাকে নির্বাচিত করে, তখন তোমার আবশ্যিক

যুগ খলীফার বাণী

সর্বদা অবিচলতা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা নিয়ে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন, সন্তানসন্ততিকে খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করুন এবং যুগ খলীফার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন।

(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : **Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)**

দায়িত্ব হল, ন্যায়ের ভিত্তিতে কাজ করা এবং তোমার সর্বশক্তি মানবজাতির কল্যাণার্থে ব্যয় করা। দেখুন! হযরত উমর (রা.)'র জীবনে এই ঘটনা কতইনা মর্মন্তুদ। তাঁর মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী সময়ে, যখন তাঁকে (রা.) অত্যাচারী মনে করে এক ব্যক্তি অজ্ঞতার দরুন ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে বসে এবং নিজ মৃত্যুর বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হয়ে যান, তখন তিনি (রা.) বিছানায় নিতান্তই ব্যাকুলতার সাথে ছটফট করছিলেন এবং বার বার দোয়া করছিলেন, ***'আল্লাহুম্মা লা আলাইয়্যা ওয়ালা লী'***। অর্থাৎ হে খোদা! তুমি আমাকে শাসক নিযুক্ত করেছ এবং একটি আমানত তুমি আমার স্কন্ধে ন্যস্ত করেছ। আমি জানি না এই শাসনকার্য সঠিকভাবে পরিচালনা করেছি কি না। এখন আমার মৃত্যুর সময় সন্নিকট আর আমি ধরাধাম ত্যাগ করে তোমার নিকট ফিরে আসছি। হে আমার প্রভু! আমি নিজ কর্মের বিনিময়ে তোমার নিকট কোন প্রতিদান চাই না, কোন পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষি আমি নই; বরং হে আমার প্রভু ! আমি শুধু এ ভিক্ষা চাই যে, তুমি কৃপা করে আমাকে ক্ষমা কর এবং এই দায়িত্ব পালনে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তা মার্জনা করো। হযরত উমর (রা.) সেই সুমহান মানুষ ছিলেন যার ন্যায়বিচার ও ইনসাফের দৃষ্টান্ত ভূপৃষ্ঠে খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু কুরআনের শিক্ষা وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ এর অধীনে যখন তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন তখন এত ব্যাকুলতা ও এত উৎকণ্ঠার মাঝে ইহধাম ত্যাগ করেন যে, সেসব সেবাকর্ম যা দেশের কল্যাণার্থে করেছেন, সেসব সেবাকর্ম যা মানুষের কল্যাণার্থে করেছেন, সেই সমস্ত কাজ যা ইসলামের উন্নতির জন্য করেছেন, তা তাঁর কাছে একান্ত তুচ্ছ মনে হয়। সেই সমস্ত সেবামূলক কাজ যা তাঁর (রা.) দেশের মুসলমানদের দৃষ্টিতে ছিল আকর্ষণীয় বরং সেসব সেবাকর্ম যা তাঁর দেশের বিজাতীয়দের নিকটও ভালো হিসেবে পরিগণিত ছিল, সেসব সেবা যেগুলো শুধুমাত্র তাঁর নিজ দেশের নাগরিকদের কাছে নয় বরং বহির্বিশ্বের লোকদের কাছেও ভালো মনে হতো, তার সেসব সেবাকর্ম ও অবদান কেবল তাঁর যুগের লোকদের মাঝেই সমাদৃত ছিল না বরং আজ তেরশ' বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও যারা হযরত উমর (রা.)'র মনিবের ওপর আক্রমণ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না তাদের সামনে যখন হযরত উমর (রা.)'র সেবাকর্ম ও অবদানের উল্লেখ হয় তখন তারা বলে, নিঃসন্দেহে উমর স্বীয় কাজ ও অবদানের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সেসব কর্মকাণ্ড ও অবদান স্বয়ং হযরত উমর (রা.)'র দৃষ্টিতে খুবই নগণ্য ও তুচ্ছ হয়ে যায় আর তিনি অস্থির হয়ে দোয়া করেন, ***'আল্লাহুম্মা লা আলাইয়্যা ওয়ালা লী'*** অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমার ওপর একটি আমানত ন্যস্ত করা হয়েছিল আমি জানি না, আমি আদৌ এর প্রতি সুবিচার করতে পেরেছি কি না। তাই, তোমার কাছে কেবল এতটুকুই আমার আকুতি, তুমি আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা কর এবং আমাকে শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

(ইসলাম কা ইকতেসাদী নিযাম, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ১১-১৩)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) 'দুনিয়া কা মুহসিন' শিরোনামে এক বক্তৃতায় বলেন, হযরত উমর (রা.) সেই ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার সম্পর্কে খ্রিস্টান ইতিহাসবিদও লিখেছে যে, তিনি যেভাবে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন পৃথিবীর অন্য কেউ এমনটি করতে পারে নি। তারা মহানবী (সা.)-কে গালি দেয় ঠিকই কিন্তু হযরত উমর (রা.)'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মহানবী (সা.)-এর নিত্য সঙ্গী এই ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় এই আকুল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন যে, তাঁর ঠাঁই যেন মহানবী (সা.)-এর চরণে হয়। মহানবী (সা.)-এর কোন কাজ থেকে যদি কোথাও এ বিষয়টি প্রকাশ পেতো যে, তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছেন না তাহলে হযরত উমর (রা.)'র মত ব্যক্তিত্ব কি কখনও এমন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে মহানবী (সা.)-এর চরণে স্থান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতেন?

(দুনিয়া কা মহসিন, আনোয়ারুল উলুম, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২৬২)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটি প্রমাণ করেছেন , মহানবী (সা.)-এর দাসত্ব ও তরবীয়তের কল্যাণেই হযরত উমর (রা.)'র মাঝে এই ন্যায়পরায়ণতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এমন খোদা-ভীতি ছিল।

হযরত উমর (রা.)'র আহলে বায়তের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ কেমন ছিল এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর হযরত আয়েশা (রা.) দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। হযরত উমর (রা.)'র শাসনামলে যখন ইরান জয় হয় তখন সেখান থেকে আটা পেষাইয়ের বায়ুকল চালিত জাঁতা আনা হয় যা দিয়ে মিহি আটা পেষাই আরম্ভ হয়। এই জাঁতা প্রথম যখন মদীনায় স্থাপিত হয় তখন হযরত উমর (রা.) নির্দেশ দিয়ে বলেন, এর দ্বারা পেষানো প্রথম মিহি আটা যেন হযরত আয়েশা (রা.)'র দরবারে উপঢৌকনস্বরূপ পাঠানো হয়। অতঃপর তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সেই মিহি আটা হযরত আয়েশা (রা.)'র খিদমতে পাঠানো হয় এবং তাঁর সেবিকা এই আটা দিয়ে পাতলা পাতলা ফুলকা প্রস্তুত করে। মদীনার মহিলারা যারা এর আগে এমন আটা দেখে নি তারা দল বেঁধে হযরত আয়েশা (রা.)'র বাড়িতে ভীড় করে যে, চল এই আটা কেমন আর এর রুটি কেমন হয় তা আমরা দেখি। পুরো আঙ্গিনা মহিলায় ভরে যায় আর সবাই এই আটা দ্বারা প্রস্তুত রুটি দেখার প্রতীক্ষায় ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মহিলাদের সম্বোধন করে এসব কথা বলছিলেন। মহিলাদের সম্বোধন করে বলছেন যে, তোমরা হয়তো মনে করবে সেটা অতি উন্নত মানের কোন আটা কিন্তু তা মোটেও তেমন কোন আটা ছিল না বরং বর্তমান যুগে তোমরা যে আটা প্রতিদিন খাও তার চেয়েও নিম্নমানের আটা ছিল বরং তোমাদের হতদরিদ্ররা আজ যে আটা খায় তার চেয়েও নিম্নমানের আটা ছিল। কিন্তু মদীনায় যে ধরনের আটা পাওয়া যেত তার চেয়ে সেই আটা উন্নতমানের ছিল। যাহোক, আটার রুটি প্রস্তুত হয় আর মহিলারা তা দেখে হতবাক হয়ে যায়। তারা অতিআগ্রহে তাদের আঙ্গুল দিয়ে সেই সব রুটি স্পর্শ করে দেখত আর অবলীলায় বলতো, আহা কী নরম রুটি! এরচেয়েও ভালো আটা কি পৃথিবীতে হতে পারে?

রুটি তো প্রস্তুত হয়ে গেল কিন্তু এ পর্যায়ে মহানবী (সা.)-এর জন্য হযরত আয়েশা (রা.)'র ভালোবাসার কাহিনীর সূত্রপাত হয় আর মহানবীর (সা.)-এর জন্য তাঁর আবেগ অনুভূতি ও ভালোবাসা কত গভীর ছিল তা দেখুন! হযরত আয়েশা (রা.) সেই রুটির একটি ছোট্ট টুকরো ছিড়ে মুখে দেন। আর মহিলারা যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তারা সবাই সাগ্রহে হযরত আয়েশা (রা.)'র মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল যে, হযরত আয়েশা (রা.) হয়তো এই নরম ফুলকা খেয়ে খুব আনন্দিত হবেন, এটি খেয়ে হয়ত তিনি উপভোগ করবেন এবং তিনি আনন্দ প্রকাশ করবেন এবং বিশেষ ধরণের স্বাদ পাবেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.)'র মুখে সেই গ্রাস যেতেই মনে হয় যেন কেউ তার গলা চেপে ধরেছে, সেই গ্রাস তাঁর মুখেই থেকে যায় আর তাঁর চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরতে থাকে। মহিলারা বলে, হে উম্মুল মু'মিনীন আটা তো উন্নতমানের, রুটি অত্যন্ত নরম, এর তুলনা হয় না, আপনার কি হয়েছে যে রুটি আপনি গিলতেই পারেন নি আর কাঁদতে আরম্ভ করেছেন? এই আটাতে কোন সমস্যা আছে কী? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আটায় কোন সমস্যা নেই, আমি জানি এটি খুব নরম তুলতুলে ফুলকা আর এমন জিনিস যা পূর্বে আমরা কখনও দেখিনি কিন্তু আমার চোখ থেকে অশ্রু এজন্য ঝরেনি যে , আটায় কোন ত্রুটি বা সমস্যা আছে বরং আমার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে যখন মহানবী (সা.) তাঁর জীবনের অন্তিম দিনগুলো অতিবাহিত করছিলেন আর তিনি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, শক্ত খাবার খেতে পারতেন না কিন্তু সেদিন গুলোতেও আমরা পাথর দিয়ে পিষে আটা প্রস্তুত করে রুটি বানিয়ে তাঁকে দিতাম। তারপর তিনি বলেন, যাঁর কল্যাণে আমরা এই নিয়ামত লাভ করেছি তিনি তো এসব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থেকেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন কিন্তু আমরা তাঁর কল্যাণে এসব সম্মান লাভ করছি, এসব নিয়ামত ভোগ করছি, এই বলে তিনি সেই গ্রাস মুখ থেকে ফেলে দেন আর বলেন, এসব ফুলকা আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও; মহানবীর যুগের কথা মনে হলে আমার গলা বন্ধ হয়ে যায় আর আমি এসব রুটি খেতে পারবো না।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২১, পৃ: ১৫৫-১৫৬)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, হযরত উমর (রা.)'র যুগে যখন মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা কিসরার রাজধানী মিদিয়ান জয় করেন, তিনি (রা.) মসজিদে চামড়ার চাটাই বিছানোর নির্দে শ দেন এবং তাঁর নির্দেশে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ সেই চাটাইয়ের ওপর ঢেলে দেওয়া হয়। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা একত্রিত হন এবং সর্বপ্রথম যিনি মালে গণীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) নিতে যান তিনি ছিলেন হযরত হাসান বিন আলী (রা.)। তিনি বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'লা যে সম্পদ মুসলমানদের দিয়েছেন তা থেকে আমার প্রাপ্য আমাকে প্রদান করুন। এতে হযরত উমর (রা.) তাঁকে বলেন, সানন্দে এবং সসম্মানে নিন। তিনি তাঁকে এক হাজার দিরহাম দেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর হযরত হাসান (রা.) চলে যান এবং হুসাইন বিন আলী (রা.) তাঁর সামনে আসেন এবং বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'লা যে সম্পদ মুসলমানদের দান করেছেন তা থেকে আমার প্রাপ্য আমাকে দিন ,এতে হযরত উমর (রা.) বলেন, সানন্দে এবং সসম্মানে গ্রহণ করুন এবং তাঁকে এক হাজার দিরহাম দেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর তাঁর পুত্র অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)'র পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) সামনে এগিয়ে আসেন আর বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে আমার অংশ আমাকে দিন। হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, সানন্দে এবং সসম্মানে নাও এবং তাকে পাঁচশ' দিরহাম দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি এক শক্তিশালী সুপুরুষ, আমি মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করতাম আর হাসান-হুসাইন তখন বালক ছিলেন, তাঁরা মদীনার অলি গলিতে ঘুরাফেরা করতেন। আপনি তাদের দু'জনকে এক হাজার দিরহাম করে দিয়েছেন আর আমাকে দিলেন পাঁচশ' দিরহাম। তিনি বলেন হ্যাঁ, যাও আমার কাছে এমন পিতা নিয়ে আস যেমনটি তাঁদের উভয়ের পিতা আর তাঁদের মায়ের মত মা নিয়ে আস আর তাঁদের নানার মত নানা, তাঁদের নানীর মত নানী, তাঁদের চাচার মত চাচা, তাঁদের মামার মত মামা, তাঁদের খালার মত খালা নিয়ে আস। আর তুমি নিশ্চয়ই এমনটি করতে পারবে না।

(ইযালাতুল খাফা আনিল খিলাফাতুল খোলাফা, অনুবাদ শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪১)

আবু জাফর কর্তৃক বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রা.)'র অভিমত অন্য সবার অভিমতের চেয়ে উত্তম ছিল। তিনি যখন সবার ভাতা নির্ধারণ করার ইচ্ছা করেন লোকেরা নিবেদন করে, আপনি নিজের মাধ্যমে আরম্ভ করুন। তিনি বলেন, না, বরং তিনি মহানবী (সা.)-এর নিকটতম আত্মীয়ের মাধ্যমে আরম্ভ করেন। তিনি (রা.) সর্বপ্রথম হযরত আব্বাস (রা.) এবং এরপর হযরত আলী (রা.)'র অংশ নির্ধারণ করেন।

(ইযালাতুল খাফা আনিল খিলাফাতুল খোলাফা, অনুবাদ শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪১)

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) হযরত ইমাম হাসান (রা.) ও হযরত ইমাম হুসাইন (রা.)-কে খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন; তাঁদেরকে বাহনে বসাতেন, তাঁদের উভয়কে সেভাবে বিভিন্ন জিনিষ দিতেন যেভাবে তাঁদের পিতাকে দিতেন। একবার ইয়েমেন থেকে কিছু কাপড় আসে। তিনি তা সাহাবীদের পুত্রদের মাঝে বন্টন করে দেন। কিন্তু তাঁদের উভয়কে তা থেকে কিছুই দেন নি। আর বলেন, এসব কাপড়ে এদের জন্য উপযুক্ত কোন জিনিস নেই। অতঃপর তিনি (রা.) ইয়েমেনের কর্মকর্তাকে বার্তা পাঠান আর তিনি তাদের উভয়ের মর্যাদানুযায়ী জামা বানিয়ে পাঠান।

(আল বাদায়াতু ওয়ান নিহাইয়াহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম ভাগ, পৃ: ২১৪-২১৫)

এই স্মৃতিচারণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। এখন কতক প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। নামাযের পর তাদের জানাযার নামাযও পড়াবো।

তাদের মধ্যে প্রথম স্মৃতিচারণ হল, সোহেলা মাহবুব সাহেবার। তিনি ফয়েয আহমদ সাহেব গুজরাটি দরবেশের সহধর্মিণী, যিনি নাযের বায়তুল মাল ছিলেন। সোহেলা সাহেবা নব্বই বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তিনি বিহারের এক শিক্ষিত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তার পিতা আহমদী ছিলেন না। কিন্তু তার মা নিজ পিতার বয়আতের পর স্বয়ং পড়াশোনা করে বয়আত করেন। তিন চার বছর পর্যন্ত তার স্বামীর অসহযোগিতা ও দুর্ব্যবহারের পরও অনেক কষ্ট সহ্য করে তিনি আহমদীয়াতের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তার স্বামী বয়আত না করলেও পরবর্তীতে বিরোধিতা পরিহার করেন। কন্যাদের বিয়েও আহমদী পরিবারে হয়েছে। এভাবে সোহেলা সাহেবার বিয়েও আহমদী পরিবারে হয়েছে। ১৯৫৮ সালে মরহুমার মা প্রথমবার তার মেয়ে সোহেলা মাহবুব সাহেবার সাথে কাদিয়ান আসেন। সোহেলা মাহবুব সাহেবা বলেন, কাদিয়ানের জন্য তার হৃদয়ে গভীর ভালোবাসা জন্মে। অনেক দোয়া করেন যেন কোনভাবে তিনি কাদিয়ানেই বসবাসের সুযোগ পান। যাহোক, তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)সে সময় নাযের খিদমত দরবেশান ছিলেন। তিনি জীবন উৎসর্গ করে যে পত্র লিখেছেন তার উত্তরে তিনি লিখেন, আমি আপনার জীবন উৎসর্গ করা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আপনার এই পদক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াক্ফ হিসেবে আপনার সর্বপ্রথম দায়িত্ব হল, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা, নিজ কর্মকে ইসলাম ও আহমদীয়াত সম্মত করা; যেন উত্তম দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ১৯৬৪ সালে জীবন উৎসর্গ করেন। ১৯৬৪ সালে চৌধুরী আব্দুল্লাহ্ সাহেব দরবেশের সাথে মরহুমার বিবাহ হয়। তার ঔরসে এক কন্যা সন্তান হয়। কিন্তু কিছুদিন পর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। অতঃপর তার দ্বিতীয় বিবাহ গুজরাটি দরবেশ চৌধুরী ফয়েয আহমদ সাহেবের সাথে হয়। এ ঘরে এক পুত্র সন্তান হয় কিন্তু সে শৈশবেই মৃত্যুবরণ করে। মরহুমা অবসর পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছর কাদিয়ানের নুসরত গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হল, মুরুব্বী সিলসিলাহ্ রাজা খুরশীদ আহমদ মুনীর সাহেবের। যিনি অস্ট্রেলিয়ায় মুরব্বী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেখানে তার মৃত্যু হয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম মূসী ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল পাকিস্তান ও (পাক-অধিকৃত) কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে মুরুব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি জামা'তের একজন অকুতোভয় মুরব্বী ছিলেন। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে দায়িত্ব পালনের সময় তাকে ভীষণ বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। ৭৪ সনের সংকটপূর্ণ যুগে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে (তিনি) বিরোধিতার মোকাবিলা করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এক মিটিং এ তার সম্পর্কে বলেন, সেখানে আমাদের একজন সাহসী মুরব্বী রয়েছেন। তাকে 'সাহসী মুরব্বী' উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজা খুরশীদ আহমদ সাহেব রাওয়ালপিণ্ডিতে তার একটি বাড়িও উপহারস্বরূপ জামা'তকে প্রদান করেছেন। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তার উপহার গ্রহণ করেন।

রাজা সাহেব পাক ভারত বিভাজনের পর আহমদনগর চলে যান যেখানে জামেয়া আহমদীয়া গড়ে তোলা হয়েছিল। তিনি সেখানে পড়াশোনা করেন। ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি এক কামরায় একটি ছোট্ট দোকান খুলেন। ১৯৪৮ সনে তিনি ফুরকান ব্যাটালিয়ানেও যোগ দেন, ১৯৪৯ সনে মৌলভী ফাযেল পাশ করেন এবং জামেয়ার প্রথম শাহেদ ব্যাচের পরীক্ষা পাশ করার পর মুরব্বী হিসেবে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে এবং কাশ্মীরে জামাতের সেবা করেন। ১৯৭৪ সনে তার বাড়িতে আক্রমণ হয় কিন্তু তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তা মোকাবিলা করেন। মানুষের ছোড়া পাথরের আঘাতে তিনি আহতও হন। যাহোক, বাড়ির সবাই নিরাপদ ছিল। তিনি সর্বদা দৃঢ়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে জোরালোভাবে তাগিদ দিয়ে বলতেন, ঐশী জামা'তের ওপর এ ধরণের পরীক্ষা এসেই থাকে আর এমন পরিস্থিতিতেও অত্যন্ত বীরত্বের সাথে বিভিন্ন জামা'ত সফর করতেন এবং মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতেন। এসব সফরের সময় যেসব স্থানে জামা'তের সদস্যদের সাথে সাক্ষাতের জন্য যেতেন সেখানে লোকেরা তাকে ধরে মেরেছে; বেশ কয়েকবার এমনটি হয়েছে কিন্তু কখনও তিনি কোন ধরণের অভিযোগ করেন নি। তার ৪ ছেলে এবং ৪ জন মেয়ে রয়েছে। বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়াতে অবস্থান করছিলেন আর সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে যমীর আহমদ নাদীম সাহেবের। ৫৬ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়েছে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তার প্রপিতামহ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত রহীম বখশ্ সাহেবের মাধ্যমে ১৮৯৭ সনে তাদের পরিবারে আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়। তার প্রপিতামহ যখন শোনেন যে, ইমাম মাহ্দী (আ.) এসে গেছেন তখন তার গ্রাম গুরুদাসপুরস্থ শিকারপুর মাছিয়া থেকে তিনি জলসায় অংশগ্রহণের জন্য কাদিয়ান যান এবং বয়আত করেন। এরপর তিনি তার এক আত্মীয় মেহের দ্বীন সাহেবকে অবগত করেন, তিনিও (কাদিয়ান) যান আর বয়আত করেন। এরপর তাদের তবলীগে গ্রামের প্রায় সবাই আহমদী হয়ে যায়।

যমীর আহমদ সাহেব জামেয়া পাশ করার পর এসলাহ্ ও এরশাদ মোকামীর অধীনে কিছুকাল পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে কাজ করেন আর এরপর মনসুবাবন্দি কমিটি তথা প্ল্যানিং কমিটির অফিসে তার নিযুক্তি হয়। এরপর কেন্দ্রীয় নাযারাতে এসলাহ্ ও এরশাদের অধীনে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন।২০০৫ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি নাযের ওসীয়্যত অভ্যর্থনার সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে একজন পুত্র ও একজন কন্যা দান করেছেন। তার পুত্রও জামাতের মুরব্বী। তিনি মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে বেশ পারদর্শী ছিলেন। খুব ভালো বাস্কেট বল খেলোয়ার ছিলেন। এজন্যেও মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠতো। এসব সম্পর্ককে পরে জামা'তের কাজেও লাগাতেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তার অনেক বেশি ভরসা ছিল। বিপদের সময় দু'রাকাত নফল নামায পড়া এবং যুগ খলীফাকে পত্র লিখা তার চিরায়ত অভ্যাস ছিল। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার দোয়া এবং তার নফল নামায আল্লাহ্ কবুলও করতেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল, তাঞ্জানিয়ার জনাব ঈসা মোকি তালীমা সাহেবের। কিছু দিন পূর্বে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি খ্রিষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আশপাশের পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে ১৯ বছর বয়সে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনার প্রতি তার আগ্রহ জন্মে এবং ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এর কয়েক বছর পর জামা'তের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অবগত হন আর গবেষণার পর ১৯৯২ সনে বয়আত করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন। বয়আতের পর মরহুমের মাঝে এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়, যা তার নিকটাত্মীয়রাও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন। আর এই পবিত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করে তার স্ত্রীও বয়আত গ্রহণ করেন। বয়আতের পর মরহুম নিজের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায়ও তিনি আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের তবলীগ করার সুযোগ হাতছাড়া হতে দিতেন না। চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে ছিলেন সর্বদা অগ্রগামী। বেশ কয়েকবার তিনি বলেছেন, খোদার পথে খরচ করার ফলে ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থসম্পদে বরকত সৃষ্টি হয়। তার ব্যবসা ছিল। তিনি অত্যন্ত মিশুক, সচ্চরিত্রবান ও বিনয়ী একজন মানুষ ছিলেন। ওয়াক্ফে যিন্দেগী, জামা'তের কর্মকর্তাবৃন্দ ও কর্মীদের সাথে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতেন। মরহুম একজন মূসী ছিলেন। তার উত্তরসূরিদের মধ্যে দু'জন স্ত্রী এবং ১০জন সন্তান রয়েছেন।

তাঞ্জানিয়ার আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন, মরহুমকে দারুস্ সালামের আঞ্চলিক প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়েছিল। তার প্রকৃতিতে সরলতা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হতো আর এজন্য তিনি মানুষের মনে স্থান করে নিতেন। তিনি প্রবীণ একজন নীরব কর্মী ছিলেন। এরপর তিনি তাঞ্জানিয়ার নায়েব আমীর নিযুক্ত হন এবং সুনিপুণভাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্য একজন উপদেষ্টা ছিলেন আর সর্বদা জামা'তের ব্যবস্থাপনার সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। আহমদীদেরকে তিনি সর্বদা পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার ব্যাপারে জোর দিতেন। জামা'তের কর্মীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রতিও খেয়াল রাখতেন। যথাসাধ্য সহযোগিতার চেষ্টা করতেন বরং সকালে অফিসে যাওয়ার সময় কর্মীদেরও নিজের গাড়িতে করে নিয়ে আসতেন যেন বাসে আসতে গিয়ে তাদের (অযথা) সময় নষ্ট না হয়। নিজ বাড়িতে একটি কক্ষ বানিয়েছিলেন নামায সেন্টার হিসেবে, যেখানে নামায পড়া হত। মূসীদের হিস্যায়ে জায়েদাদ প্রদানের ব্যাপারে যখন আহ্বান করা হয়

এরপর শেষের পাতায়.....

হুযুর আনোয়ার (আই.) www.ahmadipedia.org| এর সূচনা করেছেন। এতে জামাতের বই-পুস্তক, বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ, ঘটনাবলী, ধর্মবিশ্বাস এবং (জামাতের) স্থাপনাসমূহের বরাতে মৌলিক তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। পাঠকরা যে কোন বিষয়ে নিজেদের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত, সাক্ষ্যপ্রমাণ ও পাণ্ডলিপি সরবরাহ করতে পারবেন।

আলহামদোলিল্লাহ! সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) গত ২রা জুলাই, ২০২১ তারিখ শুক্রবার জুমআর নামাযের পর www.ahmadipedia.org| নামে জামাতে আহমদীয়ার একটি নতুন ওয়েব সাইটের সূচনা করেন। এর বিবরণ দিতে গিয়ে হুযুর আনোয়ার খুতবা জুমআয় বলেন:

"(এখন) আমি একটি ঘোষণা দিতে চাই, তা হল, আহমদীয়া এনসাইক্লোপিডিয়া বানানো হয়েছে, আজ এর উদ্বোধন করা হবে। কেন্দ্রীয় আর্কাইভ এবং রিসার্চ সেন্টার এটি প্রস্তুত করেছে। কিছুদিন পূর্বে তারা এই কাজের সূচনা করেছিলেন আর এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই ওয়েব সাইট জামা'তের সদস্যদের জন্য অন লাইনে দেওয়া হচ্ছে। এর ঠিকানা হচ্ছে, www.ahmadipedia.org যাতে Home Page -এ একটি সার্চ ইঞ্জিন এর সহায়তায় বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত খুঁজে বের করার জন্য সুযোগ থাকবে। এটি খুবই পাঠক-বান্ধব ও ব্যবহারের জন্য সহজ করা হয়েছে। জামাতের বই-পুস্তক, বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ, ঘটনাবলী, ধর্মবিশ্বাস এবং (জামাতের) স্থাপনাসমূহের বরাতে মৌলিক তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। প্রত্যেক এন্ট্রির সাথে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট, ভিডিও এবং জামাতী পত্র-পত্রিকায় (প্রকাশিত) প্রবন্ধাদির লিংক সরবরাহ করা হয়েছে, যাতে এসব মাধ্যম থেকে বিস্তারিত তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া যায়। বিস্তারিত জানার জন্য প্রদত্ত লিংকগুলোর একটি উপকারিতা এটিও হবে যে, আহমদীয়া জামাতের অন্যান্য ওয়েব সাইট এর সাথেও পাঠকরা যুক্ত হতে পারবে আর তারা সকল পত্র-পত্রিকা থেকে উপকৃত হতে পারবে। বিশ্বময় বিস্তৃত জামাতের সদস্যদের কাছে অনেক মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত রয়েছে, যা (জামাতের) কোথাও রেকর্ডে বা সংরক্ষিত নেই। আহমদীপিডিয়া ওয়েবসাইটে Contribution নামেও একটি অপশন দেওয়া হয়েছে, যেখানে পাঠকরা যে কোন বিষয়ে নিজেদের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত, সাক্ষ্যপ্রমাণ ও পাণ্ডলিপি সরবরাহ করতে পারবেন। এমন নয় যে, তারা নিজেই আপলোড করবেন বরং ব্যবস্থাপনাকে সরবরাহ করবেন। সরবরাহকৃত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই ও সত্যায়নের পর সেগুলোকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অধীনে যুক্ত করে দেওয়া হবে। এভাবে এই ওয়েবসাইটটি পুরো জামাতের সহযোগিতায় একটি চলমান স্থায়ী প্রজেক্টে রূপান্তরিত হবে আর প্রত্যেক আহমদীর জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। কেউ যদি ওয়েবসাইটে কোন কাঙ্ক্ষিত তথ্য (খুঁজে) না পায় তাহলে তিনি আহমদী পিডিয়ার (ব্যবস্থাপনার) সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন এরপর তারা ওয়েবসাইটে কাঙ্ক্ষিত তথ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা করবে। অতঃপর এরা বলছে যে, যদিও এসব তথ্য-উপাত্ত নির্ভরযোগ্য ও সত্যায়িত সূত্রে সরবরাহ করা হয়েছে কিন্তু এরপরও যদি কোন পাঠক বা ভিজিটরের কাছে এমন সাক্ষ্য বা প্রমাণ থাকে যা কোন তথ্যের বিপরীত হয় তাহলে আমাদের কাছে এমন প্রমাণ প্রেরণ করুন, যাতে গবেষণা বা যাচাই-বাছাইয়ের পর জামাতের ইতিহাসকে ষোলআনা নির্ভরযোগ্য হিসেবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা যায়। এই ওয়েবসাইট প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে সকল টেকনিক্যাল দায়িত্ব পালন করেছে কেন্দ্রীয় আইটি বিভাগ আর এই কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে আইটি বিভাগ অনেক পরিশ্রম করেছে, যাতে তাদের নিয়মিত কর্মীবৃন্দ ছাড়া স্বেচ্ছাসেবীরাও রয়েছে। তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আর্কাইভ বিভাগের মুরব্বীগণ ও স্বেচ্ছাসেবীরা নিরলস পরিশ্রম করেছে। এছাড়া সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত উর্দু থেকে অনুবাদ করে তা আপলোড করা, মোটকথা সকল কাজ সম্পাদনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সবাই কাজ করেছে। এই ওয়েবসাইট প্রস্তুত করার নেপথ্যে যারা কাজ করেছেন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দিন। জুমুআর নামাযের পর আজ এই (ওয়েবসাইটের) শুভ উদ্বোধন করবো, ইনশাআল্লাহ্।"

জুমআর নামাযের পর হুযুর আনোয়ার এই ওয়েব সাইটটি লাঞ্চ করেন এবং দোয়া করান। এই সরাসরি দোয়ায় সারা বিশ্বের আহমদীরা এম.টি.এর মাধ্যমে দোয়ায় অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'লা এই নতুন ওয়েব সাইটের সূচনাকে জামাতের জন্য সার্বিকভাবে আশিসমণ্ডিত করুন। আমীন।

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ব্রিটেনের পক্ষ থেকে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হুযুরের গৌরবময় উপস্থিতি।

ওয়ারলি এসে স্কুল টিলফোর্ড-এ মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ব্রিটেনের পক্ষ থেকে একটি ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই আয়োজনটির সময় করোনা প্রোটোকলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। যেমন এতে তারাই অংশগ্রহণ করতে পারবে যারা দুটি টিকা নিয়েছে, আয়োজন স্থলে করোনা টেস্ট নেগেটিভ হতে হবে, মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ইত্যাদি আবশ্যক শর্ত ছিল। এই প্রতিযোগিতাটির আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল **mercy4mankind** এর নামে জনসেবামূলক কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা।

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ব্রিটেনের সদর সাহেবের আবেদন গ্রহণ করে হুযুর আনোয়ার (আই.) খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হুযুর আনোয়ার খুদ্দামদের মাঝে হওয়া রজ্জু টানাটানির ফাইনাল এবং স্লো সাইক্লিং-এর ফাইনাল দেখেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) স্লো-সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় জয়ী খাদিমকে উৎসাহ দান করেন এবং তার নাম জিজ্ঞাসা করেন।

এরপর আঞ্চলিক কায়েদ এবং জাতীয় কার্যকারিণী দলের সদস্যদের মাঝে দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতা হয়।

প্রায় সাতটার সময় হুযুর আনোয়ার দোয়া করান এবং ইসলামাবাদ ফিরে যান। ২০২০ সালের মার্চ মাসে করোনা লকডাউনের পর আমীরুল মোমেনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ এই প্রথম কোন সার্বজনীন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন।

নুমান আহমদ নামে এক খুদ্দাম নিজের আবেগ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আলহামদোলিল্লাহ্॥ বেশ দীর্ঘ সময় পর হুযুর আনোয়ার আমাদের মাঝে এসেছেন। যখন হুযুর আনোয়ার আসেন, মনে হয় যেন ফিরিশতাদের একটি দল আমাদের সভায় অংশগ্রহণ করছে। আমি নিজেকে দেখলে এর যোগ্যও মনে করি না, কিন্তু আমাদের প্রিয় হুযুর, সমগ্র বিশ্বের নেতা এবং যুগ খলীফা আমাদের মাঝে আলোকিত করে আছেন। এই কথাটি চিন্তা করে আমি অনেক ইসতেগফার করতে থেকেছি। আমার নিজের আবেগ অনুভূতি বর্ণনা করার ভাষা নেই।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রিয় হুযুরের সর্বক্ষণ সাহায্যকারী ও সমর্থনকারী হোন এবং রুহুল কুদুস-এর মাধ্যমে সর্বক্ষণ তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করতে থাকুন। আমীন।

-সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবসাইট, লণ্ডন

কাদিয়ানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষিকা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

তালিমুল ইসলাম সিনিয়র সেকেন্ডারী স্কুল ও নুসরত গার্লস স্কুলে শারির শিক্ষা, হিন্দি, কম্পিউটার, ইংরেজি, গণিত এবং পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদানের জন্য শিক্ষিকার শূন্য পদে নিয়োগ হবে। জামাতের সেবায় আগ্রহী এবং কাঙ্খিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনকারী ইচ্ছুক প্রত্যাশীরা নাযারাত দিওয়ান -এর পক্ষ থেকে ছাপানো ফর্ম পূর্ণ করে নিজেদের আবেদন পত্র জমা দিতে পারেন। শূন্যপদের বিবরণ নিম্নরূপ:

১)P.G.T (Post Gruduate teacher) Physics: স্নাতকোত্তর শিক্ষক, শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৫৫% শতাংশ নম্বর নিয়ে স্নাতকোত্তর এবং বি.এড এর পাশাপাশি সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে ২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

২) T.G.T (Trained Graduate general line teacher). শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫% নম্বর নিয়ে স্নাতক এবং বি.এড ডিগ্রির পাশাপাশি সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে ৩ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। (স্নাতকোত্তরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) ৩) কম্পিউটা টিচার, শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৫৫% নম্বর নিয়ে স্নাতক এবং যে কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে ৩ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। ৪) Physical Education Teacher- শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৫৫% নম্বর নিয়ে স্নাতক এবং যে কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে ৩ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা।

TET or CTET উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।* প্রত্যাশীর বয়স ২০ বছরের কম এবং ৪০ বছরের বেশি না হয়।ব্যতিক্রম হিসেবে বয়স সীমায় ছাড় দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। *কর্মী নিয়োগ কমিটির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা এবং নূর হাসপাতাল থেকে মেডিক্যাল রিপোর্ট অনুসারে সুস্থ হিসেবে উত্তীর্ণ হলে তবেই নিয়োগের বিষয়ে বিবেচনা হবে।

*প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। *প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। ইন্টারভিউয়ের দিনক্ষণের বিষয়ে পরে জানানো হবে।*নাযারত দিওয়ান থেকে ফর্ম সংগ্রহ করুন।

আবেদন পত্রের সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্রগুলির (স্বপ্রত্যায়িত) অনুলিপি নাযারত দিওয়ান অফিসে এই ঘোষণার দুই মাসের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে। * ভাতা, বেতন ইত্যাদি তথ্যের জন্য নিম্নোক্ত ইমেল এবং নম্বরে অফিস টাইমে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ই-মেল: diwan@qadian.in

Office: 01872-501130, 9682627592, 9682587713

(নাযির দিওয়ান, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান)

থেকে নিজেদেরকে প্রস্তুত করা উচিত যা ভবিষ্যতে তাদের কাঁধে চাপতে চলেছে। কাজেই যেখানে স্বাধীনতার নামে নির্লজ্জতা অবলম্বন করা হয়, যেখানে ধর্মকে না বোঝার কারণে খোদা থেকেও দূরত্ব তৈরী হচ্ছে, যেখানে খোদার অস্তিত্ব নিয়েই মানুষ সন্দিহান হয়ে পড়েছে বা অনেকেই খোদার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসেছে, এমন এক পরিবেশে বিবাহিতা মহিলা হোক বা সন্তানের মায়েরা হোক বা অবিবাহিতা মেয়েরা হোক- প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজে দায়িত্ব অনুধাবন না করে, তাদের ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ততার নিশ্চয়তা নেই আর ভবিষ্যতেও ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার নিশ্চয়তা নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা যদি একথা বলেন যে পুরুষরা বেশি বিপথগামী হয়ে পড়েছে, তাদের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দিন-তবে পুরুষদেরকেও বলা হয়, চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু এমন পুরুষ হতভাগা যারা নিজেদের সংশোধনের বিষয়ে উদ্বিগ্ন নয়, জগতের আড়ম্বরকেই সব কিছু মনে করে আর নিজের স্ত্রী সন্তানের অধিকার সমূহ প্রদান না করে, তবে এমন ব্যক্তির বিষয় খোদার হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। জামাতের ব্যবস্থাপনার চোখে ধুলো দিয়ে, তাদের সঙ্গে প্রতারণা করে হয়তো তারা রক্ষা পেয়ে যেতে পারে, কিন্তু খোদার হাত থেকে রক্ষা পাবে না। তাদের যে দায়িত্বাবলী রয়েছে, সেগুলি তাদেরকেই পালন করতে হবে। কিন্তু এই কারণে মেয়েদেরকে নিজেদের দায়িত্ব ভুলে গেলে চলবে না। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, এ বিষয়টি নিয়ে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। পুরুষ যদি নিজের কর্তব্যাবলী পালন না করে, তবে সর্বক্ষণ সেই চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকার দরকার কি- এমন কথা বলে আমরা নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারি না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লাজনাদের সংগঠনটি তৈরী করেছিলেন এই কারণে যে যদি জামাতের একটি অংশ দুর্বল হয়, এর মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেয়, তবে অন্ততপক্ষে অপর অংশটি, যেটি মহিলাদের সংগঠন, মেয়েরা যেন নিজেদের কর্তব্য পালনে মনোযোগি হয়। মহিলারা মনোযোগি হয়, তবে ভবিষ্যত প্রজন্মের পুরুষ ও মহিলারা সেই পথে পদচারণকারী হবে যা খোদা তা'লা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কিছু দিন পূর্বে আমি জার্মানীর সদর লাজনাকে বলেছিলাম, এই মুহূর্তে আপনাদের জন্য তবলীগের চেয়ে তরবীয়তের প্রয়োজন বেশি। আগে নিজেদের তরবীয়তের দিকে মনোযোগ দিন, নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন করুন, দেখবেন তবলীগের পথ নিজে থেকেই খুলে যাবে। কেউ যেন একথার এই অর্থ না করে বসে যে, বিশেষ করে পুরুষরা, তাদের অবস্থা খুব ভাল, সংশোধন শুধু মেয়েদেরই প্রয়োজন। যেমনটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, যে সব কথা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, সেগুলির আলোকে পুরুষদের ব্যবহারিক অবস্থাও এমন নয় যে আমরা আশ্বস্ত হতে পারি। আমি যখন আপনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছি, তখন পুরুষরাও আমার কথা শুনছে। তাদেরও নিজেদের অবস্থা যাচাই করে দেখা দরকার, খুব বেশি দরকার।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যাইহোক এই মুহূর্তে আমি মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আর মহিলারাই তাদের পরবর্তী প্রজন্মের তরবীয়ত সঠিকভাবে করতে পারে। এই কারণেই আমি বেশি উদ্বেগের সাথে আপনাদের উপর দায়িত্ব অর্পন করছি। তাই পুরুষদের বেশি আত্মতুষ্টিতে ভোগার প্রয়োজন নেই, আর আপনাদেরও একথা ভেবে বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই যে, হয়তো সমস্ত দুর্বলতা মেয়েদের মধ্যেই আছে। প্রত্যেকেই নিজে নিজের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবে। খোদা তা'লার নিকট যখন হাজির হব, তখন প্রত্যেককেই নিজের নিজের কাজের হিসেবে দিতে হবে। একথা মাথায় রেখে প্রত্যেকের নিজেদের অবস্থা যাচাই করা দরকার আর এই যাচাইয়ের যে নিম্নতম মান তা আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কিছু প্রধান প্রধান বিষয় রয়েছে, যদি আমাদের প্রত্যেকে নিজের সামনে রাখে, তবে ব্যবহারিক সংশোধনের মানের ক্রমোন্নতি ঘটবে। কিছু মৌলিক বিষয় পুনরায় আপনাদের সামনে একটু বেশি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করছি।

অ-আহমদী জার্মান অতিথিদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু।

আপনাদের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কৃপা বর্ষিত হোক আর আপনারা সকলে শান্তিতে থাকুন। সর্বপ্রথম আমি আপনাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা নিজেদের সময় বের করে আজ এখানে এসেছেন এবং আমাদের জলসায় অংশগ্রহণ করছেন।

হুযুর আনোয়ারবলেন: দুর্ভাগ্যবশত পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাঝে ধর্ম নিয়ে, বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম নিয়ে ভীতি রয়েছে। তাই এমন পরিস্থিতিতে একটি খাঁটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে আপনারা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন এবং এ বিষয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী। এই কারণে কৃতজ্ঞতার আবেগ নিয়ে আমি দোয়াও করছি যে আপনারাও যেন সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হন যারা ধর্মের তাৎপর্য এবং এর প্রয়োজনীয়তাকে আন্তরিকভাবে জানতে ইচ্ছুক। আজ আমি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে আপনাদেরকে সংক্ষেপে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করব। সন্দেহ নেই, এই সংক্ষিপ্ত সময়ে ইসলামের সমস্ত শিক্ষাকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এই কারণে আমি কয়েকটি দিক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা বিভিন্ন সময়ে দেখতে পাই, পশ্চিমা দেশগুলিতে ইসলাম সম্পর্কে নানান প্রকারের শঙ্কা জন্ম নিতে থাকে আর ভিতর ভিতর ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তৈরী হতে থাকে। যার কারণে ইসলামী শিক্ষার উপর কিছু অন্যায় অভিযোগ যুক্ত হয়, কুরআন করীমের ভুল ব্যাখ্যা এর প্রতি আরোপ করা হয়, যাতে প্রমাণ করা যায় যে ইসলাম উগ্রবাদ ও বর্বরতা ভিন্ন কিছু শেখায় না।নাউযুবিল্লাহ॥ এও দাবি করা হয় যে ইসলামের পয়গম্বর হযরত মহম্মদ (সা.) অন্যায় ও নিষ্ঠুর কাজ করেছেন। তাই আমরা দেখি যে, এমন মানুষও আছেন যারা নতুন মসজিদ তৈরীতে প্রবল আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। কেননা তাদের আশঙ্কা, এর মাধ্যমে চরমপন্থী শিক্ষা পশ্চিমি দুনিয়া পৌঁছে যাবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একথা স্বীকার করতে আমার মোটেই দ্বিধা নেই যে অধিকাংশ মুসলিম বিশ্বের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আর আমরা যখন কিছু তথাকথিত মুসলমানদের কর্মপন্থা দেখি, তখন বুঝতে পারি যে এদের আশঙ্কা অমূলক নয়। এর পরিণামে ভুক্তভোগীরা দাবি করে যে ধর্মীয় উপাসনা এবং ইসলামী শিক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হোক। এরা অনেক হৈ-চৈ করে প্রমাণ করে দেয় যে ইসলামের তবলীগ এবং নতুন মসজিদ নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা হওয়া উচিত। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে এমন মানুষও আছে যারা আঁ হযরত (সা.) মর্যাদা পরিপন্থী কথা বলে এবং নিন্দনীয় ভাষা প্রয়োগ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কাজেই আমি বলতে চাইব যে, খৃষ্টধর্মের পর ইসলাম পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রধান ধর্ম হিসেবে গণ্য। কিন্তু বাস্তব বলছে পশ্চিমে বসবাসকারী অধিকাংশ খৃষ্টানই নিজেদের ধর্ম মেনে চলে না। আর তাদের নিজেদের ধর্মের প্রতি কোনও আগ্রহও নেই। চার্চ কর্তৃপক্ষও একথা স্বীকার করেছে আর বিভিন্ন মিডিয়া প্রতিবেদনেও এই সত্য প্রকাশ্যে এসেছে। নিঃসন্দেহে একটি বিরাট সংখ্যা এমন লোকদের যারা খোদার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। আর কিছু সংখ্যক এমনও আছে যারা খোদা তা'লার উপর ঈমান আনার দাবি করে ঠিকই, কিন্তু একথা স্বীকার করে না যে ধর্ম জিনিসটাও খোদার পক্ষ থেকে, তারা মনে করে, ধর্মের কোনও প্রয়োজনই নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অপরদিকে আমরা দেখতে পাই মুসলমানদের অধিকাংশই নিজেদের ধর্মের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আনে আর ধর্মের বিরুদ্ধে বা নবী করীম মহম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে কোনও কথা বরদাস্ত করতে পারে না। তাই ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা যখন মুসলমানদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে প্ররোচিত করে, তখন এর এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়, যা সারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি করে। একদিকে মুসলমানদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া যেমন একেবারেই অনুচিত এবং অবৈধ, তেমনি এটাও দেখতে হবে যে মানব প্রকৃতি এবং বিবেক একথার দাবি করে যে যখন কারো আবেগ অনুভূতিকে অন্যায়ভাবে প্ররোচিত করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তা প্রতিক্রিয়া দেখায়। এমন প্রতিক্রিয়াকে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)

কাজে লাগিয়ে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলি অবিবেচকের মত কোন গবেষণা ছাড়াই ইসলামকে উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসের ধর্ম আখ্যা দিয়ে বসে। তারা বেশ বুক ফুলিয়ে এবং কোন রাখঢাক না রেখেই ইসলামকে দোষারোপ করে। অথচ ন্যায়ের দাবি হল, একদিকে যেমন এই সব অপরাধ ও অন্যায় কার্যকলাপকে প্রতিহত করা, তেমনি সততার সাথে এবিষয়টিকেও যাচাই করে দেখা উচিত যে আদৌ কি এই কর্ম ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্মত ,নাকি এরা ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্ব করছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই প্রসঙ্গে আমি এটা দেখে আনন্দিত যে পশ্চিমি সংবাদ মাধ্যমে কিছু অমুসলিম বিশ্লেষক এই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন যে, খৃষ্টানদের অপকর্মগুলিকে কেন খৃষ্টানধর্মের সঙ্গে যোগ করা হয় না। অথচ মুসলমানদের অপকর্মগুলিকে সব সময় ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়। তাদের এই কাজ বস্তুত ন্যায়ের জন্য সোচ্চার হওয়া, পৃথিবীর যাবতীয় বিদ্বেষ ও ধর্মান্ধতার অবসানের জন্য সরব হওয়া। বস্তুত এটি সকলকে কাছাকাছি নিয়ে আসার এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়ের পরিবেশ তৈরী করার পন্থা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী থেকে আমরা যে ইসলামী শিক্ষা শিখেছি তা এই যে, কখনও অত্যাচার করো না এবং সব সময় মানুষের তার প্রাপ্য অধিকার দাও। ইসলাম মুসলমানদের শিক্ষা দেয়, সমস্ত মানুষ এবং জাতিকে যাবতীয় প্রকারের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে, সেই দাসত্ব শারিরিক হোক, বা অর্থনৈতিক বা সামাজিক। ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়, সমস্ত মানুষ সমান, কারো বর্ণ, জাতি তার মহত্ব বা মর্যাদা নির্ধারণ করে না। জাতি ও বংশের মধ্যে পার্থক্য শুধু সনাক্তকরণের জন্য, এর থেকে বেশি এর কোন মূল্য নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: নবী করীম হযরত মহম্মদ (সা.) আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন আরব কোন অনারবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না, আর কোন অনারবও কোন আরবের উপর কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। যে বিষয়টি আল্লাহ্‌র তা'লার নিকট প্রিয় সেটি হল সত্যতা। কাজেই যে ব্যক্তি পুণ্যকর্ম করে সে খোদা তা'লার স্নেহ ও ভালবাসা লাভ করে। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি কোন সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে,তা কেবল তার পুণ্য ও উত্তম আচরণের কারণে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলাম শিক্ষা দেয়, সত্যতার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিকের বিষয়ে। এক, খোদা তা'লার অধিকার সমূহ পালন করা, তাঁর ইবাদত করা। দ্বিতীয় দিকটি হল খোদা তা'লার সৃষ্টির অধিকার সমূহ পালন করা তথা মানবতার সেবা করা। ইসলাম মুসলমানদের শিক্ষা দেয়, সমাজে প্রত্যেক স্তরে, প্রত্যেক শ্রেণীতে পারস্পরিক ভালবাসার প্রসার হোক, বিশেষ করে এমন সব মানুষদের মাঝে যারা সমাজের সব থেকে দুর্বল এবং শক্তিহীন শ্রেণী। যেমন- অনাথরা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য ইসলাম শিক্ষা দেয়, যুদ্ধ করতে বা কোন প্রকার সহিংসতা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে মোটেই অগ্রিম পদক্ষেপ করবে না। যদি তোমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় না থাকে, তবে তোমাদেরকে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কেবল আত্মরক্ষা করা উচিত।

কাজেই ইসলাম শিক্ষা দেয়, আক্রমণকারীরা যখন অস্ত্র সমর্পণ করে,তখন তোমাদের অধিকার নেই এর সুযোগ নেওয়ার এবং কোন প্রকার অত্যাচার করার এবং সীমা অতিক্রম করার। এমতাবস্থায় অবিলম্বে যুদ্ধ সমাপ্ত করা উচিত। আর পরাজিত পক্ষকে অর্থনৈতিক নিষেধজ্ঞার জালে জড়িয়ে ফেলা উচিত নয়। বিজয়ী পক্ষের উচিত তার উপর কোন প্রকার প্রভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা না করা, তাদেরকে কোনভাবে শাসন না করা, না কোনও উপায়ে অপদস্ত করা। এমনকি ইসলাম যেখানে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করে, সেখানে এমতাবস্থাতেও আঁ হযরত (সা.) কঠিন নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে তার একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন যে, যেখানে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়, সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকে কোন মহিলা ও শিশুকে কষ্ট দেওয়ার অনুমতি নেই। তিনি বলেছেন, যে সব পাদ্রী ও ধর্মযাজকরা নিজেদের উপাসনাগারে থাকে, তাদের উপর যেন আক্রমণ না করা হয়, আর কোন সীনাগজ এবং ধর্মীয় উপাসনাগার যেন ধ্বংস না করা হয়।

বর্তমান যুগে আমরা পরিবেশ নিয়ে কথা বলছি। পরিবেশ সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন, কোন গাছ যেন কেটে ফেলা না হয় কিম্বা কোন ফসল যেন নষ্ট না করা হয়। বস্তুত যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও মুসলমানদেরকে প্রতিপক্ষের সৈন্য ছাড়া কারো উপর আক্রমণ করার অনুমতি দেওয়া হয় নি। এই জন্য ইসলাম শিক্ষা দেয়, কোন সাধারণ নাগরিক যেন কোনভাবেই কষ্টের মধ্যে না পড়ে।

তথাপি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে,বর্তমান কালে যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে, তাতে নিরীহ মানুষই সব থেকে বেশি প্রভাবিত হয় আর সাধারণ মানুষের নিহত হওয়ার হার সব থেকে বেশি। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধেও নিহতদের অধিকাংশই নিরপরাধ নাগরিক ছিল। সাম্প্রতিককালেও আমরা দেখেছি যে ছোট খাট যুদ্ধ ও বিবাদে সাধারণ নাগরিকরাই সব থেকে বেশি প্রভাবিত হয়। আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই যে এগুলি সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে একটি যুদ্ধে জনৈক মুসলমান এক মহিলার শিশুকে হত্যা করে। আঁ হযরত (সা.) একথা জানতে পেরে ভীষণ রুষ্ট হন। অন্যান্য সাথীরা বিষয়টি সঠিক বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে বললেন, মা ও শিশু উভয়ে অ-মুসলিম তথা ইহুদী ছিল। এর উত্তরে আঁ হযরত (সা.) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বললেন, তারা নিরপরাধ ছিল আর নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা সঙ্গীন অপরাধ। এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করলাম যা ইসলামের প্রকৃত এবং অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার একটি ঝলক উপস্থাপন করে মাত্র।

হুযুর আনোয়ার বলেন: নিঃসন্দেহে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন ওঠে যে, এটিই যদি ইসলামের নির্ভরযোগ্য শিক্ষা হয়, তবে এমন মুসলমান সংগঠন বা ব্যক্তিদের কেন দেখা যায় যারা বর্বরতায় লিপ্ত হচ্ছে আর মুসলমান ভাইদের এবং অমুসলিমদের উপর ভয়াবহ আক্রমণ করছে ।

এই প্রশ্নের উত্তর আঁ হযরত (সা.)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণীতে চৌদ্দশ বছর পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল। আঁ হযরত (সা.) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন এক যুগ আসবে যখন মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে চলে যাবে। তথাপি তিনি একথা বলার পর এক মহা সুসংবাদ দান করেন যে, এমন আধ্যাত্মিক অমানিশার যুগে আল্লাহ্ তা'লার স্নেহ ও কৃপা পুনরায় পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে এবং খোদাতা'লা একজন মসীহ ও মাহদীকে প্রেরণ করবেন যিনি ইসলামের প্রকৃত ও খাঁটি শিক্ষাকে পুনরায় পৃথিবীতে বলবৎ করবেন। আমরা আহমদী মুসলমানেরা বিশ্বাস করি, সেই মসীহ ও মাহদী এসে গিয়েছেন আর তিনিই আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভিত রচনা করেছেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী (সা.) পৃথিবীকে ইসলামের প্রকৃত ও খাঁটি শিক্ষা দ্বারা আলোকিত করেছেন। আমি এই প্রসঙ্গে তাঁর লেখনী থেকে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব , যেগুলিতে তিনি ইসলামের প্রকৃত এবং শান্তিপূর্ণ শিক্ষাকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করেছেন।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- "শরিয়তের প্রধান অংশ ও দিক মূলত দুটিই। একটি হল আল্লাহ্‌র ভালবাসা, দ্বিতীয়টি হল মানুষের প্রতি ভালবাসা, এতটাই যে অপরের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদকে নিজের বলে মনে কর এবং তাদের জন্য দোয়া কর।

অপর এক স্থানে তিনি বলেন-

" হুকুকুল ইবাদতের ধাপটিই হল সব থেকে কঠিন এবং স্পর্শকাতর, কেননা সর্বক্ষণ এর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক,আর তা সর্বক্ষন মানুষের সামনে পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ..... আমি সত্যি করে বলছি, তোমরা কাউকে নিজের ব্যক্তিগত শত্রু মনে করো না আর এই বিদ্বেষমূলক অভ্যাসকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার কর।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১৭)

অন্যত্র তিনি বলেন, 'আমি তোমাদেরকে খোদা তা'লার সমস্ত সৃষ্টির প্রতি সহানভুতি করার নির্দেশ দিচ্ছি, সে হিন্দু হোক বা মুসলমান বা অন্য কেউ। "

তিনি আরও বলেন: 'আমি এমন লোকদের কথা মোটেই পছন্দ করি না, যারা সহানুভূতিকে কেবল স্বজাতির মধ্যেই সীমিত রাখতে চায়।.... আমি তোমাদেরকে বার বার এই উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা কখনই নিজেদের সহানুভূতির গণ্ডিকে সীমাবদ্ধ করো না।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১৭)

হুযুর আনোয়ার বলেন: আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতার লেখনী থেকে এই কয়েকটি উদ্ধৃতি আমি উপস্থাপন করলাম, যেগুলিতে তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে পৃথিবীর সর্বত্র ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রসারের তাগিদ করেছেন। এগুলি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আর খোদা তা'লার কৃপায় এই শান্তিপূর্ণ ও সহানুভূতিপূর্ণ শিক্ষার মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাত উন্নতি করেছে এবং পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে।

আমাদের বার্তায় কোন দ্বিচারিতা নেই, না এর কোন বলপ্রয়োগের শিক্ষা আছে। আমাদের বার্তা হল ভালবাসা ও সংহতি। আমাদের এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে, আমরা যেন কঠোর ও নিন্দনীয় শব্দের উত্তর দোয়ার মাধ্যমেই দিই আর আমাদের সঙ্গে যে জুলুম ও অত্যাচার করা হয়, আর যে দুঃখ কষ্ট আমাদেরকে সহন করতে হয়, সেগুলির মোকাবেলায় আমরা যেন পৃথিবীকে কেবল ভালবাসা, শান্তি ও স্থিতি এনে দিই। এটিই আমাদের শিক্ষা, এটিই আমাদের ঈমান।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বর্তমানে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে যা একটি আধ্যাত্মিক খিলাফত হিসেবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পথপ্রদর্শন করে আর এটিই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে জীবিত রেখেছে। আহমদীয়া জামাতের খলীফা খোদা তা'লার অধিকার এবং

মানুষের অধিকার প্রদানের মৌলিক ইসলামি শিক্ষা থেকে মোটেই বিচ্যুত হতে পারে না। আজ খিলাফত ব্যবস্থা প্রত্যেক সম্ভাব্য পথে সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি ও ভালবাসার পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একথা জেনে আমার দুঃখ হয় যে জার্মানীর কিছু কিছু অংশে লোকেরা বলেছে তারা এদেশে খিলাফতকে এক পা-ও চলতে দিবে না। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, প্রকৃত খিলাফত স্নেহ ও কল্যাণ প্রসারের মাধ্যম। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি, তারা কি এমন মানুষদের জন্য সমস্যা তৈরী করতে চান এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চান যারা এদেশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে, যারা এই দেশকে ভালবাসাসে? আমি মনে করি না, কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি এমন নিবুর্দ্ধিতাপূর্ণ মতামতকে সমর্থন করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, জার্মানীর সংখ্যা গরিষ্ঠ জনসাধারণ এমন অসহিষ্ণুতা ভিত্তিক আচরণকে মোটেই গ্রাহ্য করে না। আর এই কারণেই আমরা আজ সকলে এখানে একত্রিত হতে পেরেছি। আপনারা নিজেরাই এর সাক্ষী, এই হলগুলিতে হাজার হাজার পুরুষ ও মহিলা রয়েছে যারা খিলাফতের প্রতি গভীর সম্পর্ক রাখে। আর এই অটুট আধ্যাত্মিক বন্ধনের মাধ্যমে এরা সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ। কিভাবে ভালবাসার প্রসার করা যায় এবং কিভাবে মানবাধিকার প্রদান করা যায়, তারা সেই বিষয়েই কথা বলে।

স্থানীয় জার্মানদের মধ্য থেকে যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করছেন, তারা এই সত্যের প্রতিপাদন করছে যে, জামাত আহমদীয়ার খিলাফত মানুষকে খোদার অধিকার এবং মানুষের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগি করার মাধ্যম।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি একথাও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, এই খিলাফত, যা জামাতে আহমদীয়ার পথপ্রদর্শন করছে, কোনও নেতৃত্ব বা শাসনক্ষমতা অর্জনের কোন অভিপ্রায় এর নেই। আপনারা আশ্বস্ত থাকুন, প্রকৃত খিলাফতের কোনও রাজনৈতিক বা জাগতিক উদ্দেশ্য নেই, আর এই খিলাফত তাদেরকে দেওয়াও হয় না যারা এই সব বিষয়ে লালসা রাখে। আহমদীয়া খিলাফতের একমাত্র উদ্দেশ্য হল জগতবাসী যেন নিজেদের স্রষ্টাকে চেনে, এক খোদার সামনে নত মস্তক হয়। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যেন পারস্পরিক সমন্বয় ও ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজ ২০৪টি দেশে বিস্তারলাভকারী আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্যবহারিকভাবে এই সত্যের প্রতিপাদন করছে। আপনারা যারা এখানে এই ত্রিশ হাজার মুসলিম সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে বসে আছেন, এর কারণ এরা সেই সব মুসলমান যারা এমন এক খিলাফতের অনুগামী যারা কেবল ভালবাসা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে চায়। এরা কোনক্রমেই বল প্রয়োগ ও চরমপন্থার মাধ্যমে কোন দেশ বা জাতিকে জয় করতে চাইবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অবশেষে আমি বলতে চাই যে যে, আমার বিশ্বাস, যা কিছু আমি এখানে আপনাদেরকে বলেছি, তার ফলে নিশ্চয় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে আর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পথপ্রদর্শনকারী খিলাফতের তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। আমি আশা করি, আপনারা নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে এই খিলাফতকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই আর আমি আপনাদের নিকট আবেদন করছি এই সত্যটিকে নিজেদের পরিবেশের লোকজনদের কাছেও পৌঁছে দিবেন। এই খিলাফত পৃথিবীতে সংঘটিত যাবতীয় প্রকারের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে এবং এর নিন্দা করতে সব সময় প্রথম সারিতে অবস্থান করবে। যদি কোন আহমদী মুসলমান কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়, তবে নিশ্চয় আমরা তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

হুযুর আনোয়ার বলেন:এই কথাগুলি বলে আমি আপনাদের কাছে অনুমতি চাইব। আপনাদের সকলকে এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ করুন, আপনার আমার আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ বার্তা অনুধাবন করতে সক্ষম হোন। একে অপরকে দোষারোপ করার পরিবর্তে, একে অপরের ভাবাবেগকে আহত করার পরিবর্তে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত আর দেশের উন্নতি এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সফল করুন। আমীন। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

* হোসেন সাহেব নামে এক অতিথি বলেন: হুযুর আনোয়ারের ভাষণ আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। তাঁর বর্ণনা করা অনেক বিষয় আমি বিশ্বাস করি না, তবু তাঁর ভাষণটি আমার ভাল লেগেছে। জলসার পরিবেশ বিস্ময়কর ছিল। হুযুরের ব্যক্তিত্ব আমার খুব ভাল লেগেছে। তিনি জানেন যে কিভাবে তাঁর জামাতের সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমি এ জিনিসটি দেখেও আশ্চর্য হয়েছি যে জামাতের সদস্যদের মাঝে হুযুরের জন্য কত ভালবাসা ও আনুগত্যের প্রেরণা আছে।

ড্যান নামে এক অতিথি বলেন: হুযুরের ভাষণ অসাধারণ ছিল। তিনি শান্তি প্রসঙ্গে যে বার্তা দিয়েছেন তা বৈশ্বিক বোঝাপড়ার জন্য অত্যন্ত জরুরী। তাঁর ভাষণ থেকে আমি এতটুকু শিখেছি যে মানুষকে মিলে মিশে থাকা উচিত, পরস্পরের সম্মান করা উচিত। তিনি বলেছেন, কিভাবে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মানুষ একত্রিত হতে পারে। এই বিষয়টিকে আমি সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি। হুযুরে বাচনভঙ্গি দ্বারাও আমি প্রভাবিত হয়েছি।

কার্ল হেইনজ নামে এক অতিথি বলেন: হুযুরের ভাষণ শুনে আমি যারপরনায় প্রভাবিত হয়েছি। তিনি সেই কথা উচ্চারণ করেছেন যা পোপের জন্যও বলা সম্ভব ছিল না। মিডিয়ায় মুসলমানদেরকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে যেন তারা সকলেই চরমপন্থী। তাদের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করে তোলা হচ্ছে আর খৃষ্টধর্মকে নিষ্কলঙ্ক হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আজ আমি ইসলামের তাৎপর্য এবং প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হলাম। হুযুরের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক প্রভাব রয়েছে। এখানে এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, এত বিপুল সংখ্যক মানুষ এমন ভালবাসা ও শালীনতার সঙ্গে একত্রে থাকছে।

নরবার্ট ওয়াগনার নামে এক রাজনীতিক নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, তিন বছর থেকে জলসায় হুযুরের ভাষণ শুনছি। আজকের ভাষণও আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। আজকের ভাষণ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং যথাযথ ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব ইতিবাচক এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ। জলসার পরিবেশও বেশ শান্তিপূর্ণ ছিল।

এই রাজনীতিকের সঙ্গী হ্যান্স অলিভার বলেন: হুযুরের ভাষণ আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মাঝে একটি পার্থক্য আছে। ইসলামের অর্থই হল শান্তি। জামাত আহমদীয়া-ই সেই জামাত যা প্রকৃত ইসলামকে তুলে ধরছে। এটি একটি আশ্চর্যজনক বিষয় যে, এত বিশাল জনসমাবেশ, অথচ মানুষ কেমন শান্তি ও ধৈর্যের সঙ্গে থাকছে। কোনও প্রকারের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে না। এত বড় সমাবেশ যদি জার্মানদের হত, তবে তার মধ্যে এমন কিছু মানুষ থাকত যারা পরিবেশ খারাপ করত।

আমি গত তিন বছর থেকে এখানে আসছি। এবছর জলসায় গত কয়েক বছরের তুলনায় বেশি প্রভাবিত হয়েছি। জানি না কেন। হয়তো আমি এখন জলসা সালানার অনুরাগী হয়ে পড়েছি আর একটা নিজস্বতা অনুভব করতে শুরু করেছি।

ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজির একজন শিক্ষক নিজের আবেগ অনুভূতির কথা শুনিয়ে বলেন: আমি এই প্রথম মুসলমানদের এত বড় কোন সমাবেশে অংশগ্রহণ করলাম। এর ব্যবস্থাপনা খুব সুন্দর ছিল। চতুর্দিকে কেবল শান্তি ছিল।

খলীফা যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলি সবই সঠিক। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা প্রত্যেক সুস্থ বিবেকের মানুষ বুঝতে পারবে। খলীফা ইসলামের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা এক আদর্শ সমাজের।

ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন যা মিডিয়া উপস্থাপন করে থাকে। মিডিয়া শুধু খারাপ এবং নেতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এমন ধর্ম নয়। যদি এভাবে ইসলামের শিক্ষা মেনে চলা যায় তবে তা সকলের জন্য কল্যাণকর।

ডোমিনিক নামে এক অতিথি বলেন, খলীফা সাহেব একজন শান্তিপূর্ণ ও স্নেহশীল ব্যক্তিত্ব। তাঁর ভাষণে আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। জামাতের সঙ্গে আগে থেকে কিছুটা পরিচয় ছিল, কিন্তু খলীফার বক্তব্য শোনার পর অনেক নতুন কথা জানতে পারলাম। খলীফা সাহেব সত্যিই ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন।

কাই সাহেব, একজন অতিথি, বলেন– সকল আহমদীদের থেকে একটা ভাল বার্তা পাচ্ছি, প্রত্যেকের আচরণই স্নেহসুলভ। আহমদীয়াতকে আগে জানতাম না, কিছু সুন্নী মুসলমানদের সঙ্গে জানাশোনা ছিল। আজ খলীফা তাঁর ভাষণে ইসলামের যে শিক্ষা বর্ণনা করেছেন তা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং ভালবাসা সমৃদ্ধ। খলীফা সাহেবকে দেখে মনে হয় তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি শব্দ সত্য।

ম্যাথিয়াস শুলজ নামে এক অতিথি বলেন: আজ খলীফা তাঁর ভাষণে সাম্য ও সহিষ্ণুতার যে শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন তা অতীব উৎকৃষ্ট মানের। এটি জার্মান আইনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইউনিভার্সিটিতে আমার সঙ্গে একজন আহমদী পড়াশোনা করে। তার কার্যকলাপ দেখে বোঝা যায় যে আহমদী মুসলমান এবং অন্যান্য মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য আছে। জলসায় বিশেষভাবে এমন এক ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্য দেখা যায় যা অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না,খৃষ্টধর্মের মধ্যেও এমনটি দেখা যায় না।

এক জার্মান অতিথি বলেন– মনে হচ্ছিল যেন খলীফার ভাষণ আমি নিজে লিখেছি, কেননা এর প্রতিটি শব্দ আমার হৃদয়ের কথা ছিল।

(ক্রমশ....)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 22 July, 2021 Issue No.29

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

খুতবার শেষাংশ.....

তখন সবার আগে তিনি তার মূল্যবান দু 'টি সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করান এবং হিস্যায়ে জায়দাদ পরিশোধ করে দেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল, কাদিয়ানের নিযামত তা'মীরাতের সুপারভাইজার জনাব শেখ মুবাশ্বের আহমদ সাহেবের; যিনি ভারতের কেরাং উড়িষ্যা নিবাসী শেখ ইসরার আহমদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। সম্প্রতি করোনায় আক্রান্ত হয়ে তিনিও মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৩৩ বছর, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম জন্মগত আহমদী ছিলেন। পুরোনো আহমদী পরিবারের সন্তান। অত্যন্ত সচ্চরিত্রবান, ধর্মসেবায় সদা তৎপর, জামা'তের একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। শৈশব থেকেই মসজিদের সাথে এক বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মরহুম ৮ বছর ধরে কাদিয়ানের নিযামত তা'মীরাতের সুপারভাইজার হিসেবে সুনিপুণভাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন আর অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কাজ করতেন এবং অত্যন্ত গভীরভাবে কাজের পর্যবেক্ষণ করতেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও পিতামাতা, দুই ভাই এবং এক বোন রয়েছে।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ জনাব সাইফ আলী শাহেদ সাহেবের, তিনি সিডনীতে মৃত্যুবরণ করেন; إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি একজন মূসী ছিলেন। তার নানার দিক থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর সাহাবী ছিলেন চৌধুরী মুহাম্মদ আলী সাহেব এবং চৌধুরী গামে খান সাহেব; তিনি যথাক্রমে তাদের দৌহিত্র ও প্রদৌহিত্র ছিলেন। তার ভাই হায়দার আলী যাফর সাহেব বর্তমানে জার্মানিতে মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্ এবং নায়েব আমীর হিসেবে কর্ম রত আছেন। তিনি বলেন, ১৯৬১ সালে মাধ্যমিক পাশ করে তিনি হায়দ্রাবাদে চাকরি আরম্ভ করেন। এরপর আমাদের দুই ভাইয়ের পড়াশোনার খরচসহ, যাবতীয় ভরণপোষণ তিনিই নির্বাহ করেন এবং পিতামাতারও নিঃস্বার্থ সেবা করেন। অত্যন্ত মিশুক, কোমল স্বভাবী ও বিনয়ী একজন মানুষ ছিলেন। তিনি শিশুদের সাথে স্নেহপূর্ণ এবং যুবকদের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। জামা'তের ব্যবস্থাপনা ও খিলাফতের প্রতি তার ঐকান্তিক ভালোবাসা ও আনুগত্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। নিজ সন্তানদেরকেও সর্বদা তিনি খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা এবং আনুগত্যের শিক্ষা দিতেন। তিনি কর্মকর্তাদের অনেক সম্মান করতেন। কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন ধরনের কথা বলা তিনি সহ্য করতেন না। অনেক দোয়া করতে অভ্যস্ত একজন মানুষ ছিলেন। তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন এবং সুন্দর করে নামায পড়তেন। পাকিস্তানে থাকাকালীন তিনি সেক্রেটারী মাল এবং সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে মিরপুর খাস জামা'তের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন এবং এমারত প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত তিনি সেখানকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ডাঃ আব্দুল মান্নান সিদ্দিকী সাহেবের শাহাদতের পর তিনি স্থানীয় আমীর এবং জেলা আমীর হিসেবেও দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি মিরপুর খাস-এর জেলা আমীর ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনেও তিনি অনেক সেবা প্রদানের সুযোগ লাভ করেছেন। একইভাবে তিনি অস্ট্রেলিয়াতে কাযা বোর্ড, অস্ট্রেলিয়ার সদস্য ছিলেন, আনসারুল্লাহ্‌র নায়েব সদর আউয়াল ছিলেন। অনুরূপভাবে ২০১৬ সাল থেকে তিনি সেখানকার জামা'তের রিশতানাতা সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করছিলেন। তিনি তার জীবদ্দশাতেই দুই পুত্রকে হারান এবং অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সেই শোক সহ্য করেন। সর্বোপরি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়া তিনি চারজন পুত্র রেখে গেছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে রশীদ আহমদ হায়াত সাহেবের পুত্র জনাব মাসউদ আহমদ হায়াত সাহেবের, যিনি ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার বংশে তার দাদা হযরত বাবু উমর হায়াত (রা.)'র মাধ্যমে আহমদীয়াত আসে, যিনি চৌধুরী পীর বখশ সাহেবের পুত্র ছিলেন। হযরত উমর হায়াত (রা.) ১৮৯৮ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। প্রথমে সেনাবাহিনীতে চাকরি করেন, এরপর কেনিয়া চলে যান। মাসউদ হায়াত সাহেব ১৯৬৭ সালে কেনিয়া থেকে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র, নিয়মিত নামায ও রোযায় অভ্যস্ত, সদাচারী, মিশুক, অতিথি-বৎসল এবং স্নেহশীল মানুষ ছিলেন। দু'বার হজ্জ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র সাথে বিভিন্ন দেশ সফরকালে ড্রাইভিং এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮৩ সালে যখন ওয়ালথামস্টো (Walthamstow)-তে বায়তুল আহাদ মসজিদ ক্রয় করা হয় তখন সেখানে তিনি এবং তার স্ত্রী তাহেরা হায়াত সাহেবা সর্বাধিক আর্থিক কুরবানী করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক দিক দিয়ে তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন এবং সেই সম্পদের বহুলাংশতিনি আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয়ও করতেন। ইস্ট লন্ডনের রেড ব্রীজ যখন পৃথক জামা'ত হয়ে যায় তখন তাদের কোন মসজিদ ছিল না। তিনি এটি জানতে পেরে তার বাড়ির একটি অংশ জামা'তের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন, যেখানে তিন বছর পর্যন্ত জামা'তের সেন্টার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেখানে জামা'তের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। তার দু'জন পুত্র রয়েছে। দ্বিতীয় স্ত্রী বর্তমান আছেন, কেননা তার প্রথম স্ত্রী মারা গেছেন আর দুই পুত্র রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা এসব প্রয়াতের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও আহমদীয়াতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। আর এসব বুযুর্গের দোয়া তাদের পরবর্তী প্রজন্মের সপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করুন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের (গায়েবানা) জানাযার নামায পড়াব।

****

১ম পাতার শেষাংশ....

সঙ্গে কথা বলেন।

مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ । ১) তারা কোন একটি দেশে স্থবির হতে পারে নি। অর্থাৎ তাদেরকে এমন সুযোগই দেওয়া হয় না যা যাচাই করে পৃথিবী কোন উপসংহারে পৌঁছতে পারে। কোন অভিজ্ঞতা ছাড়াই সে মারা যায়। ২) ক্রমাগতভাবে এর নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ইসলাম প্রথম থেকেই لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ঘোষণা করেছে, পরবর্তীতে কোন পরিবর্তন এর মধ্যে সংঘটিত হয় নি। কিন্তু মিথ্যা ধর্মে থেকে থেকে নিয়ম পরিবর্তন করতে হবে। যেমন- বাহাইদেরকেই দেখে নাও। ইরানে গেলে সেখানে বাহাই ধর্মের শিক্ষা এক অন্য রূপে উপস্থাপন করা হয়। কেননা সেখানে শিয়ারা রয়েছে। সুন্নী দেশগুলিতে এই একই ধর্মের শিক্ষা ভিন্ন রূপে উপস্থাপন করা হয়। আমেরিকা গিয়ে এর নীতি সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ইংল্যাণ্ডে সেই সব নীতি উপস্থাপন করা হয় যা সেখানকার মানুষ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। আমি যখন ইংল্যাণ্ডে যাই, এক বাহাই মহিলা আমার সঙ্গে কথোপকথন করেন। আমি বললাম, বাহাউল্লাহ নতুন কোন্ বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন? সে বলল, বাহাউল্লাহ্ বলেছেন, 'একটি মহিলার সঙ্গেই বিবাহ করা উচিত।' আমি বললাম, তার নিজেরই তো দুটি স্ত্রী ছিল। প্রথমে সে অস্বীকার করল, তারপর বলল, এটি তাঁর দাবির পূর্বেকার ঘটনা। আমি বললাম, যখন সে খোদা ছিল, তখন তো আগে আর পরের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। নাউযুবিল্লাহ্॥ অদৃশ্য পরিজ্ঞাত সত্তার জন্য আগের আর পরের বলে কিছু হয় না। তার আগেই জানা থাকা উচিত ছিল যে পরবর্তীতে কি শিক্ষা দিতে চলেছে। এছাড়াও সে দাবির পর নিজের ছেলে আব্বাসকে দুটি বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছে। কেননা, তার সন্তান ছিল না। একথা শুনে সেই মহিলাকে অপর একজন ইরানি বাহাই মহিলা কানে কানে বলল, 'দ্বিতীয় স্ত্রীকে বাহাউল্লাহ্ বোন হিসেবে গ্রহণ করেছিল।' সেই ইংরেজ মহিলা সেই শোনা কথার পুনরাবৃত্তি করল। আমি তাকে বললাম, বাহাউল্লাহ্‌র দাবির পর উভয় স্ত্রীর সন্তান হয়েছিল। বোনের দ্বারা সন্তানের জন্ম দেওয়া হয়েছিল? একথা শুনে সে আশ্চর্য হয়ে নিজের বান্ধবীকে জিজ্ঞাসা করে যে দাবির পর দ্বিতীয় স্ত্রীর কি সন্তান হয়েছিল? যখন সে উত্তর দিল হ্যাঁ, তখন সভার সকলে হেসে উঠল, এ কারণে যে এইমাত্র বোন আখ্যায়িত করেছিল, আর এখনই একালেই তার সন্তান হওয়ার কথাও স্বীকার করল। সারাংশ এই যে বাহাই ধর্মাবলম্বীরা প্রতিটি দেশে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম তৈরী করে। খৃষ্টানদেরও এই একই দশা। তাদের প্রচার পুস্তকে খোলাখুলি আলোচনা করা হয়েছে যে প্রত্যেক জাতির সামনে কোন্ কোন্ রূপে হযরত মসীহকে উপস্থাপন করতে হবে। খৃষ্টধর্মের সূচনা লগ্নে রোমবাসীরা যখন দাবি করল যে 'সাবাত' শনিবারের পরিবর্তে রবিবার উদযাপিত হোক, তখন খৃষ্টানরা তাদের জন্য শনিবারের পরিবর্তে রবিবার 'সাবাত'-এর জন্য নির্ধারণ করল। এর বিপরীতে ইসলামকে দেখ, শুরু থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা একই শিকড়ে প্রতিষ্ঠিত আছে, কম কিম্বা বেশি করার প্রয়োজন হয় নি। (তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৬)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir